NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ মা-মাটি-মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই এই নির্বাচন: শমীক ভট্টাচার্য

মমতা ভয় পেয়েছেন বলেই লোডশেডিংয়ের কথা বলছেন: অর্জুন সিং ২

কলকাতা ২৪ মার্চ ২০২৬ ৯ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.03.2026, Vol.19, Issue No. 281, 8 Pages, Price 3.00

২৯ লক্ষ নিষ্পত্তি, বাদ কত অজানা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ৬০ লক্ষ বিবেচনাধীন ভোটারের মধ্যে কত জনের তথ্যের নিষ্পত্তি হয়েছে, তার সঠিক সংখ্যা জানাতে পারলেন না মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে সাংবাদিকে তিনি বলেন, 'কত বাদ হয়েছে জানা নেই।'

উল্লেখ্য, এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে নির্বাচন কমিশনের তরফে চূড়ান্ত খতিয়ান দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে সাংবাদিক বৈঠকে করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সেখানে তিনি বলেন, 'তালিকা তৈরি করতে ৬-৮ ঘণ্টা সময় লাগে।' তখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিবেচনাধীন ভোটারদের কত জনের তথ্য এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। জবাবে সিইও বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ২৯ লক্ষ নিষ্পত্তি হয়েছে। কত বাদ হয়েছে জানা নেই।' মুখ্য নির্বাচনী

রাত ১১.৫৫ মিনিটে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। বিস্তারিত তথ্য কিছু জানানো হয়নি।

জানানো হয়, সোমবার রাতেই তালিকা প্রকাশ করা হবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের সিইও অফিসের ওয়েবসাইটেও এই লিংক শেয়ার করে দেওয়া হয়েছে। এই লিংকের মাধ্যমেই প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা দেখতে পাবেন রাজ্যবাসী।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) কর্মসূচির আধিকারিক জানিয়েছেন, নিষ্পত্তির কাজের জন্য ৭০৫ জন বিচারক কাজ করছেন। 'ই-সাইন' করে কত নাম আসবে তাঁর জানা নেই। তবে যত নাম আসবে, সবই প্রকাশ করা হবে। আর ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যসচিব দেখছেন। তিনি আরও জানান, হাইকোর্টের বৈঠকে তিনি শুনছেন, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া তথ্য নেই। মনোজের কথায়, 'আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং পুলিশ সুপারদের বলেছি, তৎপর থাকতে।'

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আদালত আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছে, আমরা সেটাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। যতটুকু তথ্য হাতে এসেছে, তার ভিত্তিতেই প্রকাশ করা হবে।' এই তালিকায় নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি বাদ পড়া নামের তথ্যও একসঙ্গেই প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে ঠিক কতজন ভোটার চূড়ান্তভাবে তালিকায় স্থান পেলেন বা বাদ গেলেন, সেই নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রশাসনিক মহলের দাবি, বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ আপিল প্রক্রিয়ার জন্য পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে সামগ্রিক পরিস্থিতি আপাতত স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কমিশন যে অসম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে বিবেচনাধীন ছিল ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম। সেই নামের নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়োগ করেছেন। এই মুহূর্তে রাজ্যে ৭০০ জনের বেশি বিচারক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ওই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

শনিতে সংকল্পপত্র, আসতে পারেন শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার করছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, আসন্ন ২৮ মার্চ কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর হাতেই প্রকাশিত হতে পারে দলের নির্বাচনী 'সঙ্কল্পপত্র'। যদিও এই কর্মসূচি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়নি, তবু প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই তাদের ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। তবে বিজেপি এ ক্ষেত্রে আলাদা কৌশল নিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধুমাত্র ঘোষণায় সীমাবদ্ধ না থেকে, ইস্তাহার প্রকাশকে বড় রাজনৈতিক বার্তায় রূপ দিতে চাইছে তারা। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সামনে আনার পরিকল্পনা।

এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির সভা থেকে অমিত শাহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিলেন। সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা, শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ এবং চাকরির বয়সসীমায় ছাড়, এই সব বিষয় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ফলে ওই ঘোষণাগুলির প্রতিফলন আসন্ন ইস্তাহারেও থাকবে বলে ধারণা।

দলের সঙ্কল্পপত্র কমিটির চেয়ারম্যান তাপস রায় বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা মানুষের মতামত সংগ্রহ করেছি। সব দিক বিচার করেই একটি শক্তিশালী ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে।' পাশাপাশি তৃণমূলের ইস্তাহারকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, 'একই প্রতিশ্রুতি বারবার দেওয়া হয়েছে, মানুষ তা বুঝতে পারছেন।' বিজেপি নেতৃত্বের আশা, এই ইস্তাহার প্রকাশ ঘিরেই ভোটের আগে নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনা তুঙ্গে উঠবে।

উত্তরবঙ্গে কাল তিন জনসভা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন-এর প্রচারে গতি আনতে উত্তরবঙ্গকে প্রাধান্য দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় একাধিক জনসভায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ময়নাগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং নকশালবাড়িতে ধারাবাহিকভাবে সভা করবেন তিনি।

প্রশাসনিক স্তরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। সভাস্থল ঘিরে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছেন আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা জানিয়েছেন, 'বুধবার জাবরাভিটা মাঠে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের সবরকম প্রস্তুতি রয়েছে।' দলীয় শিবিরে এই সফরকে ঘিরে উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। দার্জিলিং জেলা

তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেওয়াল বলেন, 'বুধবার আমাদের দিদি আসছেন নকশালবাড়িতে। আমরা জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছি। উনি এলে আমাদের কর্মীরা বাড়তি উৎসাহ পাবে।'একই সুর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির প্রার্থী শংকর মালাকারের গলাতেও। তাঁর কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই আমরা নির্বাচনের ময়দানে নেমেছি। উনি এলে স্বভাবতই প্রচারে ঝড় উঠবে। আমরাও বাড়তি অক্সিজেন পাব।'

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষও আশাবাদী, 'উনি আমাদের দলনেত্রী, আমাদের পথপ্রদর্শক। উনি আসবে শুনেই কর্মীরা প্রবল উৎসাহিত। ওনার পরামর্শ নিয়েই আমরা নির্বাচনে লড়াই করব। এই জেলার তিনটি আসন মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে চাই আমরা।' রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গে সংগঠন মজবুত করতেই এই প্রচারসূচি নিয়েছে শাসকদল।

মামলা তুলে নিন, নয়তো খারিজ করে দেব: সুপ্রিম

চিংড়িঘাটা মেট্রোয় ভর্ৎসিত রাজ্য

চিংড়িঘাটা মেট্রোয় ভর্ৎসিত রাজ্য

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: চিংড়িঘাটা মেট্রোর বকেয়া কাজ নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীর্ষ আদালতে মামলা করেছিল। সোমবার সেই মামলাটি ওঠে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিপুল মনুভাই পঞ্চোলীর বেঞ্চে। আদালত মামলায় হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। উল্টে রাজ্য সরকারকে মামলা তুলে নিতে বলা হয়। তা না করা হলে মামলাটি সরাসরি খারিজ করে দেওয়া হবে, জানান বিচারপতি। চিংড়িঘাটা মেট্রোর বকেয়া কাজ নিয়ে রাজ্য সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেছে বলেও মন্তব্য করে আদালত।

চিংড়িঘাটা মেট্রো নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কলকাতা হাইকোর্ট বকেয়া কাজ শেষ করার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু উচ্চ আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায়। সোমবার সেই মামলায় দেশের প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'জনসাধারণের প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি করবেন না। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই কাজ হবে। হাইকোর্টই সময় বেঁধে দিয়ে কাজ করাবে।' আদালতের পর্যবেক্ষণ, চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান সংবিধানগত দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ গাফিলতি। উন্নয়ন আটকানোর জন্য জেদ করা হচ্ছে। এর পরেই রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কখনও বলছেন উৎসব চলছে, কখনও পরীক্ষা চলছে, এখন বলছেন নির্বাচন চলছে। সুযোগ দিচ্ছি, মামলা তুলে নিন। না হলে খারিজ করে দেব।'

অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের জন্যই অফিসার অপসারণ: কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের আধিকারিকদের অপসারণের প্রক্রিয়া নিয়ে এ বার প্রশ্ন উঠল হাইকোর্টে। বদলির ধরন দেখে তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছে কি না। তাঁর বক্তব্য, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে এ ভাবে বদলি করা যায়। অন্য দিকে কী কারণে বদলি করা হচ্ছে, তা নিয়ে কমিশনও নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে হাইকোর্টে।

রাজ্যে ভোট ঘোষণার পর থেকে একের পর এক আমলা এবং পুলিশকর্তাকে বদলি করেছে কমিশন। তা নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী অর্ককুমার নাগ। সোমবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। মামলাকারীর হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ। আধিকারিক অপসারণ নিয়ে কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন কমিশনের এক্তিয়ার নিয়েও।

কল্যাণ আদালতে বলেন, 'রাতারাতি আধিকারিকদের অপসারণ করা হয়েছে। মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র সরিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমস্যা মুখ্যসচিব দেখছেন। তাঁকে সরিয়ে দিল। স্বরাষ্ট্রসচিব নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁকে শুধু সরিয়েই দেয়নি, অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।' দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে একের পর এক আধিকারিক এবং পুলিশকর্তাকে। কী উদ্দেশ্যে এই বদলিগুলি করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কল্যাণ। প্রধান বিচারপতির এজলাসে কল্যাণের প্রশ্ন, 'কমিশন কি ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে?' তাঁর যুক্তি, এসআইআর-এর সময় থেকে আধিকারিকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে কমিশন। এসআইআর-এর সময় ওই আধিকারিকদের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি কমিশন। সে ক্ষেত্রে এখন ভোট ঘোষণা হওয়ার পরে কেন আধিকারিকদের হঠাৎ অপসারণ করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন কল্যাণের। তাঁর বক্তব্য, শুধু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে এমন হয়নি। কল্যাণ আরও সওয়াল করেন, রাজ্যে সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ (রাষ্ট্রপতি শাসন) জারি হলে এই ভাবে বদলি করা যায়। তা হলে কি রাজ্যে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ জারি হয়েছে?

মামলায় রাজ্যের হয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। তিনিও কমিশনের বদলির ধরনের বিরোধিতা করেন। অ্যাডভোকেট জেনারেলের সওয়াল, কমিশনকে কি এমন সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচনের কাজে যুক্ত নন, এমন আধিকারিকদেরও অপসারণ করতে পারবে?

তবে কমিশনও এ ক্ষেত্রে আধিকারিকদের বদলির প্রসঙ্গে নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির এজলাসে। কমিশনের আইনজীবী বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে, এটা বলছি না। কোনও সাংবিধানিক সংস্থার প্রচুর ক্ষমতা থাকে, এমন নয়। তবে কোনও কিছু পরিচালনার জন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা রয়েছে।দ তিনি আরও বলেন, তঅবাধ এবং সুষ্ঠু ভোট পরিচালনার জন্য এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই সব সিদ্ধান্তের নেপথ্যে অনেক কারণ রয়েছে। পাঁচটি রাজ্যে ভোট হচ্ছে, সব জায়গায় পরিস্থিতি এক নয়। অন্যত্রও অফিসার বদলি করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হয়।' কমিশনের আইনজীবী বোঝাতে চান, পশ্চিমবঙ্গের মতো ভোটমুখী অন্য রাজ্যগুলিতেও আধিকারিকদের বদলি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'যে সব রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে অফিসারদের বদলির তালিকা আমরা দিচ্ছি। পাঁচ রাজ্যের ভোটের জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে সেই তালিকাও আমরা দিচ্ছি।'

এই জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কমিশনের আইনজীবী। কমিশনের বক্তব্য, মামলাকারী একজন আইনজীবী। তিনি রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেন। সরকারের আইনজীবীদের প্যানেলেও রয়েছেন তিনি। সে ক্ষেত্রে একজন সরকারি কৌঁসুলি জনস্বার্থ মামলা করতে পারেন না বলেই আদালতে জানান কমিশনের আইনজীবী। আগামী বুধবার ফের এই মামলাটি শুনবে আদালত।

এবার আরজি করে মেলেনি স্ট্রেচার, মৃত শ্বাসকষ্টের রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে ফের অব্যবস্থার অভিযোগ। চিকিৎসা করাতে এসে হাসপাতালের অব্যবস্থার কারণে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে পরিবার। অভিযোগ, শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রেচারটুকুও মেলেনি। হাঁটতে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন বিশ্বজিৎ সামন্ত নামের ওই প্রৌঢ়। তার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবারের সদস্যেরা জানিয়েছেন, শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে আরজি করে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন বিশ্বজিৎ। তাঁর নাক থেকে রক্তও পড়ছিল। রাতে প্রাথমিক চিকিৎসায় রক্ত বন্ধ হয়। তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। কিন্তু শৌচালয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, হাসপাতালের যেখানে প্রৌঢ়ের চিকিৎসা চলছিল, সেখানে কাছাকাছি কোনও শৌচালয় ছিল না। কর্মীদের জিজ্ঞাসা করা হলে বাইরে বা দোতলায় নিয়ে যেতে বলা হয়। দোতলায় ওঠার জন্য স্ট্রেচারও দেওয়া হয়নি। অসুস্থ অবস্থায় হেঁটে হেঁটে দোতলার শৌচালয়ে যেতে গিয়েই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে, দাবি তাঁর পরিজনদের।

গত শুক্রবার ভোরে আরজি করের এই ট্রমা কেয়ার ভবনের লিফটে আটকে মৃত্যু হয়েছে দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেখানেও বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল শৌচালয়। তিন বছরের ছেলের চিকিৎসা করানোর জন্য আরজি করে গিয়েছিলেন অরূপ। শিশু শৌচালয়ে যেতে চেয়েছিল। হাতের কাছে শৌচালয় না-থাকায় লিফটে উঠতে হয় তাঁদের। অভিযোগ, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেই লিফটচলে গিয়েছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হাসপাতালের অব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজরদারির অভাবকেই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে। তার দু'দিনের মধ্যেই ফের অব্যবস্থায় মৃত্যুর অভিযোগ সেই আরজি করে।

মৃতের পুত্র বিশাল সামন্ত বলেন, 'এখানে কাছাকাছি কোনও শৌচালয় নেই। বাইরে থেকে করিয়ে নিয়ে আসতে বলেছিলেন ডাক্তার। কেউ স্ট্রেচার দেননি। শৌচালয়ের জন্য দোতলায় নিয়ে গিয়েছি। কষ্ট করে হেঁটে গিয়েছেন। হঠাৎ পড়ে গেলেন। ডাক্তার দেখে বললেন, উনি আর নেই! কাছাকাছি শৌচালয় থাকলে বা স্ট্রেচার পাওয়া গেলে হয়তো এটা হত না।' তাঁর আরও আক্ষেপ, 'অনেক আশা নিয়ে আমরা হাসপাতালে আসি। আরজি করে আসি। কিন্তু এখানে তো সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছেন!'

ইরানে বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলায় পাঁচ দিন পিছু হঠলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৩ মার্চ: ইরানের কোনও বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগামী পাঁচ দিন হামলা হবে না! জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি। ট্রাম্পের দাবি, 'খুব ভাল এবং ফলপ্রসূ আলোচনা শুরু হয়েছে।' তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ-ও সতর্ক করেছেন, হামলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সাময়িক। আলোচনার গতি এবং ফলাফলের উপর নির্ভর করবে পরবর্তী পদক্ষেপ।

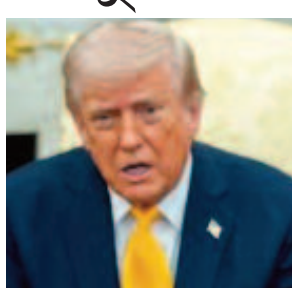

মার্কিন প্রেসিডেন্ট সোমবার বিকেলে (ভারতীয় সময়) তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে পর পর দু'টি পোস্ট করেন। প্রথম পোস্টে জানান, ইরান-আমেরিকার আলোচনার কথা। তিনি লেখেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে গত দু'দিন ধরে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে ভাল এবং ফলপ্রসূ আলোচনা চলছে।' তিনি এ-ও মনে করেন, এই আলোচনা সপ্তাহ জুড়ে চলতে পারে।

ট্রাম্পের মতে, দুই দেশের মধ্যে গভীর, বিস্তারিত এবং গঠনমূলক আলোচনা হচ্ছে। তার পরেই ট্রাম্প জানান, তিনি আগামী পাঁচ দিন হামলা স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তরকে। তবে শেষে ট্রাম্প এ-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই বিরতি সাময়িক। আলোচনার টেবিলে অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল।

হরমুজ প্রণালীতে ইরানের 'বাধা' নির্মূল করতে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। দিন দুয়েক আগে ইরানকে ৪৮ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে জানিয়েছিলেন, যদি তারা হরমুজ প্রণালী খুলে না দেয়, তবে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। সোমবার সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে তার আগেই বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার উপর 'সাময়িক বিরতি'র ঘোষণা করলেন ট্রাম্প।

সংকট মোকাবিলায় বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ এসে পড়েছে ভারতে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ বার্তা দিলেন 'বন্ধু' ইরানকে। তিনি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজগুলির উপর হামলা মেনে নেওয়া হবে না। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকটে মুখে পড়েছে ভারত, পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিক্ষেত্রও। যেহেতু হরমুজ অবরুদ্ধ থাকায় জ্বালানির পাশাপাশি সার আমদানি ও উৎপাদন প্রভাবিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সবরকম ভাবে কৃষকদের পাশে আছে সরকার আছে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়াও সংকট মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথাও জানান মোদী।

যুদ্ধের আগুনে পুড়ে হরমুজ অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। যার প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বে। ভারতেও সৃষ্টি হয়েছে গ্যাস সংকট।

তেহরান জানিয়ে দিয়েছে, ওই জলপথ দিয়ে কোনও জাহাজ চলাচল করলেই সেটিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে ভারত-সহ কিছু দেশকে 'ছাড়' দেওয়া হয়েছে। এই আবহে মোদীর বার্তা, 'হরমুজ অবরুদ্ধ করে রাখা কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নয়। ভারত তা মেনে নেবে না। শুধু তা-ই নয়, হরমুজে জাহাজের উপর হামলাও মেনে নেবে না ভারত।' যতদিন যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ততই খারাপ হচ্ছে। অসামরিক অবকাঠামো, গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ঘাঁটিগুলিতেও লাগাতার হামলার চলছে। কিন্তু ভারত যে এসবের বিরোধিতা করে তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন নাম না করে আমেরিকাকে ঘুরে বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ভারত সর্বদা মানবকল্যাণ এবং শান্তির পক্ষে। যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়। সমস্যা সমাধানে আলোচনার টেবিলে বসাই একমাত্র পথ। একমাত্র কূটনীতি। সমস্ত সংঘাত এবং উত্তেজনা প্রশমনে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকার 'আগ্রাসী' মনোভাবের বিরুদ্ধে মোদীর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, সোমবার ২৪ দিনে পড়েছে ইরান যুদ্ধে। হরমুজ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১০০ ডলার পেরিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংসদে দাঁড়িয়ে 'বন্ধু' ইরানকে বার্তা দেন মোদী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮০৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Mithu Mondal (old name) W/o. Narendra Nath Mondal, R/o. Flat No. C, 1 st Floor, Prahelica Apartment, G.T. Road, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mithu Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mitthoo Rani Mondal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mitthoo Rani Mondal & Mithu Mondal W/o. Narendra Nath Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Monalisha Nandy Das**, W/o, Sri Saptarshi Das at Present R/a, Genexx Valley, Tower - 33, Flat No. 5H, D. H. Road, Near ESIC Hospital, Joka, Kolkata - 700104 do hereby declare that before marriage my name has been recorded as Monalisha Nandy D/o, Sri Tarun Nandy in my Aadhaar, Voter & PAN Card, but after marriage with Sri Saptarshi Das my surname has been changed as Monalisha Nandy Das. That both **Monalisha Nandy Das** and **Monalisha Nandy** is/was same and one identical person vide Affidavit No. 2034/25 dated 05.02.2025 before the LD 1st Class Executive Magistrate at Howrah.

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipankar Neogi S/o. Biswanath Neogi ও Dipankar Niogi, Dipankaar Niogi S/o. Biswanath Niogi, B Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি তেঁতুল সেখ, পিতা- লিয়াকৎ সেখ, সাং সুচিয়া, পোঃ- জোয়ানিয়া ভালুকা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টের সিরিয়াল নং ৯৬৫, পার্ট নং ১৭০-এ আমার নাম ভিকু সেখ হইয়াছে। ৩০.১০.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৬৯৫৯নং এফিডেভিট বলে তেঁতুল সেখ ও ভিকু সেখ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Neha Jodhani, W/o. Rohit Jodhani, residing at 24/A Shakespear Sarani, Parijat Building, 6th Floor, Flat No. 62, Kolkata - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Neha Singhal, as declared before Notary Public vide affidavit No. 84 dated 20.03.2026. Neha Jodhani and Neha Singhal both are same & one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪শে মার্চ। ৯ই চৈত্র। মঙ্গল বার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টত্তরী রবি র ও বিংশোত্তোরী চন্দ্রে র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ। প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(অশোকষষ্ঠী, স্কন্দষষ্ঠী, সায়ংকালে শ্রী শ্রী বাসন্তী দুর্গাদেবীর আমন্ত্রন ও অধিবাস। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালত (ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট)

মিস সাকসেশন কেস নং ৮/২০২৫

দরখাস্তকারী - যুথিকা কুণ্ডু, স্বামী- মৃত রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সাং - মাথাপুর তৃতীয় লেন,সারস্বত পল্লী, চটিরমাঠ,পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ ,জেলা - নদীয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পিন - ৭৪১৩০২

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী মৃত **রানা কুণ্ডু**, পিতা- মৃত রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সাং- মাথাপুর তৃতীয় লেন, সারস্বত পল্লী, চটিরমাঠ,ওয়ার্ড নং - ০১ , নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি , পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ , জেলা - নদীয়া এর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক নবদ্বীপ উডবার্ণ রোড ব্রাঞ্চে ০৪৪৪০১০১০৬৪৬৭ নং সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৮,৮৭,৬৮১ টাকা ১৪ পয়সা সাকসেশন সার্টিফিকেট পাবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

তাং- ২০.৩.২৬ আদেশানুসারে

ASHIS BISWAS (Sheristader)
Civil Judge (Jr. Divn.)
Nabadwip, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বিনায়ক ভৌমিক, পিতা-কানাইলাল ভৌমিক, নিবাস-১ নং, সন্তোষ ঘোষ রোড, প্রতাপগড় পূর্ব, ডাকঘর ঃ বিরাটী, থানা-নিমতা, কোলকাতা-৭০০০৫১। ০৮/০২/২০২৬ তারিখে আমার সম্পত্তির মূল দলিলটি হারিয়ে যায়, যাহার দলিল নং - ৭০৪৯/২০০৯, যেটি এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর দমদম ১ নং বইয়ের ১৭৫ নং ভলিউম ২০০৯ সালে রেজিস্ট্রি হয়েছিল। এই মর্মে আমি নিমতা থানায় একটি ডায়েরি করি, যাহার G.D.E. নং ৯৪৬, তারিখ ০৯/০২/২০২৬। এই মর্মে আমি ১৭/০৩/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর সাব-ডিভিশনাল আদালতে অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট একটি এফিডেফিট করি, যাহার নং ২৮। যদি কেহ উক্ত দলিলখানি প্রাপ্ত হয়েন তবে তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ফিরাইয়া দেবেন। আগামী ১০ দিনের অন্দরে উক্ত দলিলখানি প্রাপ্ত না হইলে চিরস্থায়ীভাবে তাহা নিরুদ্দিষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী লালমোহন কর্মকার** পিতা শ্রী গোপাল কর্মকার, সাকিম কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী মহাশয় বিগত ইং ১৬/০১/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0006/ 2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সাথী কর্মকার** স্বামী লালমোহন কর্মকার, সাকিম কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা ডি পাগজা, ৪৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২৭ নং খতিয়ান হইতে বর্তমানে ৭৬৩ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৭০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৫ শতক তন্মধ্যে ০.৩৭৭৮ অংশে ০৬ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০৯/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস. আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00434/ 2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ রফিকউদ্দিন**, পিতা মরহুম সেখ রহিম বক্স, সাকিম কামরাজপুর, দলপতিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ রফিকউদ্দিন**, পিতা মরহুম সেখ রহিম বক্স, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)তাহমিনা বেগম** স্বামী মরহুম সেখ সিরাজুল ইসলাম ও **২)রাজ ইসলাম** পিতা মরহুম সেখ সিরাজুল ইসলাম, উভয়ের সাকিম এনায়েতপুর প্রকাশ্য মহিষগোট, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইংরাজী ০২/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0016/ 2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **সেখ হেদায়েতুল্লা** পিতা মরহুম সেখ সওকত আলি, সাকিম খেজুরিয়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ০৮/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0608/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ মোক্তার আলি** পিতা সেখ সোহরাব আলি, সাকিম কনকপুর, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫ মহাশয়কে ০.৫০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, সেখ মোক্তার আলি মহাশয় তাহার খরিদা উক্ত ০.৫০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি এবং 4515/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইংরাজী ২৯/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস. আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01939/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী রুপনাথ দাস** পিতা শ্রী গুরুপদ দাস ও **২)শ্রীমতী রানী দাস** স্বামী শ্রী রুপনাথ দাস, উভয়ের সাকিম চন্ডীনগর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়/মহাশয়াকে ১.২০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা হরিপাল, ৬৮ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল. এল.আর. ১১২৪ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৭৫ নং দাগে, বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ১৮ শতক মধ্যে ৫২৩ বর্গফুট বা ০১.২০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী রুপনাথ দাস** পিতা শ্রী গুরুপদ দাস ও **২)শ্রীমতী রানী দাস** স্বামী শ্রী রুপনাথ দাস, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন [illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী রমা ধর, ২)উত্তম ধর ও ৩)গৌতম ধর** ১নং এর স্বামী ও ২ ও ৩নং-এর পিতা নিতাই চন্দ্র ধর, সাকিম পশ্চিম কৃষ্ণপুর, পোঃ ও থানা আরামবাগ, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৬০১, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৬/১২/২০২৫ তারিখে A.D.S.R, আরামবাগ, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08830/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী সমীর হাজরা**, পিতা দেবেন্দ্র নাথ হাজরা, সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, জে.এল. নং ১০, হাল এল.আর. ৬৯৫৭, ৬৯৫৮, ৬৯৫৯ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৭৮৫ তথা হাল এল.আর. ১৩৪০ দাগে বাস্তু জমি ১৩ ছটাক বা ৯০০ বর্গফুট সম্পত্তি (যাহা ৬৯৫৭ খতিয়ানে ৫ ছটাক, ৬৯৫৮ খতিয়ানে ৪ ছটাক, ৬৯৫৯ খতিয়ানে ৪ ছটাক, মোট ১৩ ছটাক) বিগত ইং ২৯/০১/২০২৬ তারিখে A.D.S.R, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে দলিল নং I-01034/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী সুজয় সিং**, পিতা শ্রী জগদীশ সিং, সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুজয় সিং**, পিতা শ্রী জগদীশ সিং তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- শ্রী সমীর হাজরা, (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)ডাঃ সন্ধ্যা মন্ডল (ধাড়া)** স্বামী শ্রী কাঞ্চন কুমার ধাড়া, সাকিম রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর, কোতয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, মহাশয়া বিগত ইং ২২/০৮/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00104/ 2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **২)শ্রীমতী মহুয়া মন্ডল** স্বামী শ্রী প্রজ্জ্বল [illegible] আর.এস. [illegible] অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১) মহঃ ইমতাজ** পিতা মহঃ ফুল হাসান ও **২) মহম্মদ গিরাজ** পিতা মহঃ হোসেন তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সেখ আব্দুল করিম** [illegible] মরহুম আব্দুল সমীর সেখ ও **২)আজিমা বেগম** স্বামী মহম্মদ খুরসিদ মিয়া সেখ, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন।ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী রাজেশ রাম** পিতা ৺দোয়ারকা রাম, মহাশয় ইং ০৫/০৩/২০২১, D.S.R-II, হুগলী, চুঁচুড়া, I-01896/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও **২)শ্রী বিষ্ণু রাম** পিতা ৺দোয়ারকা রাম, উভয়ের সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৩)শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী** স্বামী টন্ডন সাউ, সাকিম নেতাজী সুভাষ রোড, সন্ধ্যাবাজার, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮, **৪)শ্রীমতী কুসুম সাউ ওরফে কুসুম দেবী** স্বামী বিজয় সাউ, সাকিম ৪৪ মনা দত্ত সরনী, কাঁচড়াপাড়া, বিজপুর, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৪১, **৫)শ্রীমতী কমলা দেবী** স্বামী সুরেশ প্রসাদ গুপ্তা, সাকিম এয়ারপুর, খগোল রোড, জি.পি.ও., খগোল, পাটনা-৮০০০০১, বিহার, মহাশয়/মহাশয়াগণ যৌথ ভাবে ইং ০২/০২/২০১৫, A.D.S.R, চুঁচুড়া, হুগলী, IV-00024/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **৬)শ্রীমতী লছমী দেবী** স্বামী মহেশ প্রসাদ গুপ্তা, সাকিম ১৩/১০৪ তর্না বারানসী, শিবপুর, বারানসী-২২১০০৩, উত্তর প্রদেশ, মহাশয়া ইং ২৫/০৭/২০১৬, A.D.S.R, চুঁচুড়া, হুগলী, IV-00294/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **৭)শ্রী নারায়ন রাম** পিতা ৺দোয়ারকা রাম, সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **৮)হর্ষা গুপ্তা** পিতা ৺অশোক কুমার রাম, সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়া ইং ১৪/০৬/২০১৯, D.S.R-I, হুগলী, চুঁচুড়া, IV-00315/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, ৯)শ্রীমত্যা বিদিশা সান্যাল স্বামী ৺অশোক কুমার রাম মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শ্রী **নারায়ন রাম** ও **শ্রীমত্যা বিদিশা সান্যাল**, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় **১০)শ্রী রামায়ন রাম গুপ্তা ও ১১)শ্রী অর্জুন গুপ্তা** উভয়ের পিতা ৺দোয়ারকা রাম, স্বয়ং ক্ষমতা বলে যৌথ ভাবে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বড়খেজুরিয়া, ৪৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩৬, ৮৩৭, ও ৮৩৮ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৫৮ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ২৯ শতকের মধ্যে ২৩ শতক তন্মধ্যে বিগত ইং ১৩/১২/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-13180/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পারশ রাম** পিতা ৺গয়া রাম, সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগড়া, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়কে ০৮ ছটাক সম্পত্তি এবং ২)I-13181/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অনিল রাম** পিতা বৈজনাথ রাম, সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগড়া, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়কে ০৪ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তি এবং ৩)I-13182/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অরুন রাম** পিতা বৈজনাথ রাম, সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগড়া, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়কে ০৪ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত বর্তমান ক্রেতাগণ **১) শ্রী পারশ রাম** পিতা ৺গয়া রাম, **২)শ্রী অনিল রাম** পিতা বৈজনাথ রাম ও **৩)শ্রী অরুন রাম** পিতা বৈজনাথ রাম, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রী লাল্টু ধীবর গত ইং. ১৯.০২.২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী হইতে I-381/16 নং. দলিল দ্বারা আমমোক্তার নং. IV-502/ 15, IV-501/15, IV-154/15, IV-343/13, IV-320/ 13, ডি.এস.আর.-I দ্বারা আমমোক্তার গ্রহীতা- মহাদেব দাস এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। [illegible] নং.-২৭, এল.আর. খতিয়ান নং.- ৬৭৫৫, ১১৬৩২ এবং ১৩০০৩, এল.আর. দাগ-৩০৪৩, জমির পরিমান ০১ কাঠা ০১ ছটাক।
উক্ত আমমোক্তার গুলির বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। বিনীত

লাল্টু ধীবর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

মা-মাটি-মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই এই নির্বাচন: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিধানসভার ভোট, দুর্নীতি ও প্রশাসন সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি রাজ্যের প্রশাসন, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও একগুচ্ছ তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। একাধিক অভিযোগ তুলে তিনি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন এবং নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তোলেন। শমীকের কথায়, ২০১৯ সাল থেকেই মানুষ মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে; এবার সুযোগ পেলে তৃণমূলকে সরাতে হবে। শুধু বিজেপি পারবে, এমন নয়, কিন্তু মানুষের ইচ্ছেটাই বড় কথা। এবারের নির্বাচন মা-মাটি-মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই। তাঁর দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিতভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়েও গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ফর্ম ৭ আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, অনেক জায়গায় তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিডিও অফিসে ভাঙচুর হয়েছে। বিএলও, এআরও, ইআরও-দের কাছ থেকে জমা পড়া ফর্ম সিস্টেমে তোলা হয়নি। বিএলওদের ভূমিকাগুলিকে তিনি গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত বলে উল্লেখ করেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে শমীক বলেন, যা করা উচিত ছিল, পুলিশ তা করতে পারেনি। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আরজি কর হাসপাতালের লিফট বিপর্যয় প্রসঙ্গেও সরব হন তিনি। স্পষ্ট দাবি, কে এই লিফট তৈরি করেছে, কোন সংস্থা কাজ পেয়েছে; সব খতিয়ে দেখতে হবে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আমরা কেউ পালাইনি, লড়াই করেছি। ইতিহাস সেটা জানে। পাশাপাশি রাজনৈতিক সহিংসতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, আর কতদিন এইভাবে চলবে? সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দেন, এই লড়াই শুধু রাজনৈতিক নয়, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই।

মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়েছেন বলেই লোডশেডিংয়ের কথা বলছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট শেষ হলে বাড়ি চলে যাবেন না। লোডশেডিং করানো হতে পারে। রবিবার সন্ধ্যে ভবানীপুর কেন্দ্রে কর্মীসভায় দলীয় কর্মীদের এই ভাষাতেই সতর্ক করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে বীজপুর কেন্দ্রের কার্যকর্তা সম্মেলনে অংশ নিয়ে 'লোডশেডিং' প্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'এই ডর আচ্ছা লাগা'। মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়েছেন। তাই উনি লোডশেডিংয়ের কথা বলছেন। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি হেরে গেছেন। পরাজয় দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা সেটা দেখতে পারছেন না। প্রসঙ্গত, হালিশহর বলদেঘাটায় শিব মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে বীজপুরের বিজেপি প্রার্থীকে বাধা পেতে হয়েছে। মন্দির বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, বীজপুরে দুর্যোধন ও দুঃশাসনের শাসন চলছে। এঁরা তো অধর্মের সঙ্গে ছিল। সুদীপ্ত দাসকে ধর্মের প্রতীক হিসেবে এখানে আনা হয়েছে। অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সুদীপ্তকে বীজপুরে প্রার্থী করেছে। উল্লেখ্য, নোয়াপাড়া কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়ক মঞ্জু বসুকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। মঞ্জু বসু-সহ অনেক বিদায়ী বিধায়ক অভিযোগ তুলেছেন টাকার বিনিময়ে প্রার্থী করা হয়েছে। এই বিষয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, বীজপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ১২ কোটি টাকার বিনিময়ে টিকিট পেয়েছেন। এবারে তো ওনাকে পাঁচ বছরে ১২০ কোটি টাকা রোজগার করতে হবে। গতবার ওনাকে ২ কোটি টাকার বিনিময়ে টিকিট নিতে হয়েছিল। গত পাঁচ বছরে ৩০-৪০ কোটি টাকা উনি রোজগার করেছেন। এদিন কার্যকর্তা সম্মেলন শেষে বুথ স্তরের ২০ জন তৃণমূল কর্মী বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে পদ্ম শিবিরে যোগ দেন। যোগদান কারীদের মধ্যে অভিজিৎ দাস ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি ঘাসফুলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কার্যকর্তা সম্মেলনে যোগ দিয়ে বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, তৃণমূলের বড় নেতাদের দরকার নেই। যারা রক্ত ঘাম ঝরিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছেন। তাদেরকে দলে নেওয়া হবে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর রাজনীতিতে এনে রাজনীতির মান বাড়ানো হবে। সুদীপ্ত দাবি করেন, বীজপুরে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের লড়াই। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের মতো বাহুবলী এবং তাদের পরিবার পরিজনদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের নিয়ে লড়াই। তবে অধর্মের সঙ্গে ধর্মের লড়াইতে ধর্মই জয়ী হবে। তিনি জানান, যাঁরা ১৯৯৮ সাল থেকে তৃণমূলটা করেছিলেন। এদিন তাঁদেরকে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়েছে।

আজ পাথরপ্রতিমায় জনসভা দিয়ে নির্বাচনী প্রচারের সূচনা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া মাঠ, কাদায় থইথই পরিস্থিতি তবুও থেমে নেই রাজনৈতিক প্রস্তুতি। আজ পাথরপ্রতিমায় জনসভা দিয়ে নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করতে চলেছেন অভিষেক ব্যানার্জি। আর সেই সভাকে ঘিরে প্রশাসন ও তৃণমূল কর্মীদের তৎপরতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জল জমে থাকা মাঠ দ্রুত ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে বসানো হয়েছে শক্তিশালী পাম্প। পাশাপাশি কাদা ঢাকতে ফেলা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ সাদা বালি। রাতভর কাজ চালিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সভাস্থল প্রস্তুত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। আজ সকাল থেকেই গোটা এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আকাশপথে হেলিকপ্টার উড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি।

রাজনৈতিক দিক থেকে এই সভার গুরুত্বও কম নয়। বহুদিন ধরে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে আবার প্রার্থী হয়েছেন সমীর কুমার জানা । সংগঠনের ভিত ও জনসংযোগের ওপর ভরসা রেখেই জয় নিশ্চিত বলে দাবি শাসক শিবিরের।

স্থানীয় তৃণমূল কর্মী রজতকুমার মান্না বলেন, বৃষ্টির কারণে মাঠ ভিজে থাকলেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। আমরা আশা করছি, নির্ধারিত সময়ের আগেই সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে। তাঁর কথায়, উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই এবার ফল দেবে। সব মিলিয়ে, প্রকৃতির বাধা পেরিয়েও পাথরপ্রতিমায় এখন চোখ ২৪ মার্চের সভার দিকে; সেখানেই নির্বাচনী লড়াইয়ের সুর বাঁধতে চলেছেন অভিষেক।

মানবপাচার প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সোমবার মেট্রো রেলের কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস মিশ্র ও এনসিডব্লিউ-র সদস্য সচিব সুদীপ জৈন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নাকা চেকিং চলছে সিঁথির মোড়ে। ছবি: অদিতি সাহা

আরজি করে লিফট-মৃত্যুতে ফের ফরেনসিক তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের অন্যতম বড় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লিফটের মধ্যে আটকে ৪১ বছরের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য কাটছে না। ঘটনার প্রকৃত কারণ অনিশ্চিত থাকায় দ্বিতীয়বার ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। সোমবার আবার সেখানে যান কলকাতা পুলিশের ফরেন্সিক ও বায়োলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞরা। তদন্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রথম পর্যায়ের অনুসন্ধানে বেশ কিছু অসামঞ্জস্য সামনে এলেও মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণ করা যায়নি। তাই লিফটের প্রযুক্তিগত ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণের মান এবং দুর্ঘটনার মুহূর্তের পরিস্থিতি পুনরায় খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। লালবাজারের এক আধিকারিকের কথায়, আমরা সব সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখছি। কোনও খামতি থাকলে তা সামনে আনা হবে। প্রাথমিক তথ্য বলছে, হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মোট ৩২টি লিফটের মধ্যে প্রায় ২২টি মেরামতির আওতায় ছিল। তবে যে লিফটে বিপর্যয় ঘটে, সেটি সেই তালিকায় ছিল কি না; তা এখনও স্পষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থার ভূমিকা নিয়েও খোঁজখবর শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। গুরুত্ব বিবেচনায় মামলাটি হোমিসাইড শাখার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফরেন্সিক দল লিফটের দরজা, সেন্সর, লকিং ব্যবস্থা ও জরুরি ব্রেকিং সিস্টেম পরীক্ষা করবে। পাশাপাশি সংগৃহীত জৈব নমুনা বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার সময়কার বাস্তব চিত্র পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৪ মার্চ ২০২৬, ৯ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার

শুভেন্দুকে ১২ সপ্তাহের রেহাই

■ নির্বাচনের মুখে আইনি লড়াইয়ে আপাত স্বস্তি পেলেন শুভেন্দু অধিকারী। খড়দা থানায় দায়ের হওয়া স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় আগামী ১২ সপ্তাহ কোনও কড়া পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের এজলাস জানিয়ে দিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তদন্তে স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে জুলাই মাসে। ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বরের এক বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই মামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালতের এই অন্তর্বর্তী রায় আপাতত তাঁকে স্বস্তি দিলেও মামলার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত। এদিকে একই দিনে আইনি প্রক্রিয়ায় স্বস্তি মিলেছে তাঁর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীরও। সরকারি আবাসন ছাড়ার পরও 'নো-ডিউজ' শংসাপত্র না মেলায় তিনি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শুনানির সময় রাজ্যের আইনজীবীর তরফে তাঁর হাতে শংসাপত্রের প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয়। রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৯ মার্চই নো-ডিউজ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে, হাতে পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগবে। নথি আদালতে জমা পড়তেই বিচারপতি কৃষ্ণ রাও মামলার নিষ্পত্তি করেন।

ভোটের আগে বাজেয়াপ্ত বিপুল টাকা

■ বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই আদর্শ আচরণবিধি কড়া হাতে প্রয়োগে নামল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তর। রাজ্যজুড়ে বেআইনি প্রচার সামগ্রী সরানো থেকে শুরু করে নগদ ও নানা অবৈধ জিনিস বাজেয়াপ্ত; সব ক্ষেত্রেই নজিরবিহীন তৎপরতার ছবি সামনে এসেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি থেকে বিপুল সংখ্যক অবৈধ পোস্টার, ব্যানার ও দেওয়াল লিখন মুছে ফেলা হয়েছে। একইসঙ্গে নজরদারি জোরদার করে নগদ টাকা, মদ, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী মিলিয়ে মোট প্রায় ১,৮,১৩১ লক্ষ টাকার জিনিস বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্বাচনী শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মাঠে নামানো হয়েছে ১৮৭৯টি ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ২২৩৫টি স্থির নজরদারি দল। প্রশাসনের দাবি, অবৈধ প্রলোভন রুখতেই এই কড়াকড়ি, কোনও অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভোটে কড়া নজরদারি

■ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নজরদারি আরও জোরদার করতে ড্রোন ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, বিশেষ করে অতি স্পর্শকাতর বুথ এবং জনবহুল এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই ড্রোন নজরদারির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কোথায় কোথায় ড্রোন মোতায়েন করা হবে, কীভাবে নজরদারি চালানো হবে; সব দিক খতিয়ে দেখেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, স্পর্শকাতর এলাকায় আগাম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং সম্ভাব্য অশান্তি রুখতেই এই উদ্যোগ কার্যকর হতে পারে। এর ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, এবারের নির্বাচনে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির দিকে আরও একধাপ এগোতে চলেছে নির্বাচন কমিশন।

লেক কালীবাড়ির অন্নপূর্ণা পুজো।

'শুভেন্দু ফোবিয়া' ঘিরে ভবানীপুরে তীব্র তরজা

কোনও অবস্থাতেই ঢিলেমি নয়, নিবিড় জনসংযোগ জয়ের চাবিকাঠি: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভবানীপুরে রাজনৈতিক লড়াই যত তীব্র হচ্ছে, ততই নতুন বিতর্ক উসকে দিচ্ছে 'শুভেন্দু ফোবিয়া' প্রসঙ্গ। কর্মিসভা থেকে মমতা ব্যানার্জি ভোট-পরবর্তী সময় নিয়েও সতর্কবার্তা দিতেই বিরোধীরা সেটিকেই ভয় এবং অনিশ্চয়তার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। ভোট প্রক্রিয়ার শেষপর্ব পর্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দেন সম্ভাব্য বিঘ্নের আশঙ্কার দিকে। যদিও সরাসরি কারও নাম না নিলেও, তাঁর এই মন্তব্যে অতীতের অভিজ্ঞতার ছায়া স্পষ্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই প্রেক্ষিতেই পাল্টা আক্রমণে নামে বিজেপি। দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার কটাক্ষ করে বলেন, ক্ষত খুব গভীর। ভীতি খুব ব্যাপক। পাঁচ বছর ধরে এই আতঙ্ক উনি ভুলতে পারছেন না। এটা ওঁকে তাড়া করে ফিরছে। এই যে শুভেন্দু ফোবিয়া, এ এক অদ্ভুত আতঙ্ক। এর জন্য আলাদা চিকিৎসার প্রয়োজন, আলাদা ব্যবস্থার দরকার। তাঁর দাবি, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী-র উপস্থিতিই এই মানসিক চাপে মূল কারণ। বাম শিবিরও সমালোচনায় সামিল। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেমন তেমন কথা বলেন, আবলতাবোল কথা বলেন। নির্বাচনটা

হচ্ছে মানুষের জীবনজীবিকা, রুটিরুজির পরিকল্পনার। উনি আসলে ভয় পেয়ে গেছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই 'ফোবিয়া' বিতর্ক আসলে কৌশলগত অবস্থানও হতে পারে; একদিকে কর্মীদের সতর্ক রাখা, অন্যদিকে বিরোধীদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি করা। তবে সব মিলিয়ে স্পষ্ট, ভবানীপুরের লড়াই এবার শুধু ভোটযুদ্ধ নয়, মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়েও রূপ নিচ্ছে।

অন্যদিকে, ভোটের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে ভবানীপুরে কর্মিসভা থেকেই সুস্পষ্ট রণকৌশল নির্ধারণ করল তৃণমূল কংগ্রেস। সভা থেকে অভিষেক ব্যানার্জি স্পষ্ট বার্তা দেন; কোনও অবস্থাতেই ঢিলেমি নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগই হবে জয়ের চাবিকাঠি।

দলের অন্দরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যও স্থির করে দেওয়া হয়েছে। মোট ২৩১টি বুথে প্রত্যেকটিতে আগের তুলনায় অন্তত পাঁচটি করে অতিরিক্ত ভোট নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অঙ্ক কষে প্রায় ৬০ হাজারের ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে নেতৃত্ব। প্রচার কৌশলেও গুরুত্ব পাচ্ছে সামাজিক প্রকল্প। বিশেষ করে 'লদীর ভাণ্ডার'-কে হাতিয়ার করে মহিলাদের মধ্যে প্রভাব বাড়ানোর নির্দেশ দেন অভিষেক। তাঁর কথায়, একবার গেলে হবে না, প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে অন্তত তিনবার যেতে হবে। একই সঙ্গে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, কাউন্সিলরদের ঘরে বসে থাকলে চলবে না, চায়ের দোকান, বাজার সব জায়গায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ভবানীপুরের আটটি ওয়ার্ডই তৃণমূলের দখলে থাকলেও আত্মতুষ্টি থেকে দূরে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে স্পষ্টভাবে। নেতৃত্বের মতে, বহুভাষিক ও বহু সংস্কৃতির এই কেন্দ্র অত্যন্ত স্পর্শকাতর, যেখানে প্রতিটি ভোটই গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভবানীপুরে সংগঠনকে আরও শানিত করতে এখন থেকেই ময়দানে ঝাঁপিয়েছে শাসকদল।

পরিবর্তনের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সন্তোষ পাঠক বিজেপিতে যোগদান করলেন। এই যোগদান নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের চারবারের পুর প্রতিনিধি সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন। সোমবারের এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, অমিত মালব্য ও লকেট চট্টোপাধ্যায়। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, চার দশকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আজ পরিবর্তনের পক্ষে কাজে লাগবে। তাঁর দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যে বিকল্প শক্তি হিসেবে বিজেপিই প্রধান ভরসা হয়ে উঠছে।

ভোটের কড়াকড়িতে থমকে পুরসভার অনেক কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ঘিরে কলকাতা পুরসভার একাধিক অ-জরুরি পরিষেবা কার্যত স্থবির হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক অন্দরের ইঙ্গিত, টানা কমিশনার বদল এবং ভোটের নজরদারি; এই দুইয়ের চাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করছেন আধিকারিকরা। পুরসভার এক কর্তা স্বীকার করেছেন, ভোটের সময়ে কোনও পদক্ষেপ পরে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে, এই আশঙ্কাই এখন সবচেয়ে বড়। তাঁর কথায়, তথা না করলে নয়, শুধু সেই পরিষেবাগুলোই চালু রাখা হচ্ছে, বাকিগুলো আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে।

দেওয়াল লিখন থেকে ডিজিটাল ক্যাম্পেন, বদলে যাওয়া প্রচারের নতুন ব্যাকরণ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

একসময় ভোট মানেই ছিল রঙিন দেওয়াল লিখন, পোস্টারে মোড়া গলি, মাইকিং আর পাড়ায় পাড়ায় সভা। রাত জেগে দলীয় কর্মীদের তুলি চালানোর দৃশ্য ছিল চেনা ছবি। কিন্তু সময় বদলেছে। এখন সেই দেওয়ালের জায়গা ক্রমশ দখল করছে মোবাইল স্ক্রিন; ফেসবুক পোস্ট, হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ড, ইউটিউব লাইভ। প্রচারের ভাষা যেমন বদলেছে, তেমনই বদলেছে ভোটারের সঙ্গে সংযোগের ধরন।

আগের নির্বাচন বনাম এখন দৃশ্যপটের রূপান্তর

দশ বছর আগেও শহর কলকাতা হোক বা মফঃস্বল, ভোটের আগে দেওয়াল লিখন ছিল প্রধান হাতিয়ার। একটি সমীক্ষা বলছে, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শহরাঞ্চলের প্রায় ৭০ শতাংশ প্রচার ছিল অফলাইন, পোস্টার, ব্যানার, সভা-মিছিল নির্ভর। ২০২৬-এ এসে সেই চিত্র উলটে গেছে; এখন প্রায় ৬০-৬৫ শতাংশ প্রচার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সরছে।

দমদমের বাসিন্দা সৌরভ দাসের কথায়, আগে সকালে বেরলেই চোখে পড়ত নতুন লেখা স্লোগান। এখন ঘুম ভাঙে ফোনের নোটিফিকেশনে; কোন দল কী বলল, সেটাই আগে দেখা।

সোশ্যাল মিডিয়া নতুন যুদ্ধক্ষেত্র

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'ডিজিটাল রিচ'। ফেসবুক লাইভ, ইনস্টাগ্রাম রিল, টার্গেটেড বিজ্ঞাপন; সবই নির্দিষ্ট ভোটার গোষ্ঠীকে মাথায় রেখে

তৈরি। কলেজ পড়ুয়া রিমঝিম মুখার্জি বলছেন, আমাদের প্রজন্ম মিটিংয়ে যায় না। কিন্তু ইনস্টাগ্রামে নেতাদের ভিডিও দেখি। ওখানেই ইমপ্রেশন তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া শুধু প্রচারের মাধ্যম নয়, এটি এখন 'ন্যারেটিভ কন্ট্রোল'-এর জায়গা। কোন ইস্যু ভাইরাল হবে, কোন বক্তব্য সামনে আসবে; তা অনেকটাই নির্ভর করছে অ্যালগরিদম ও ডিজিটাল কৌশলের উপর।

পোস্টার-রাজনীতি শেষ, না রূপান্তর?

পোস্টার বা দেওয়াল লিখন একেবারে হারিয়ে যায়নি, বরং তার চরিত্র বদলেছে। এখন অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে কিউআর কোড-সহ পোস্টার; স্ক্যান করলেই পৌঁছে যাওয়া যায় দলের ওয়েবসাইট বা প্রচার ভিডিওতে। শিয়ালদহের এক পোস্টার শিল্পী তপন পাল আক্ষেপ করে বলেন, আগে ভোট মানেই আমাদের কাজের মরশুম ছিল। এখন কাজ কমেছে, তবে একেবারে বন্ধ হয়নি। ডিজিটাল প্রিন্টের কাজ বেড়েছে, হাতে আঁকা কমেছে। অর্থাৎ, পোস্টার-রাজনীতি শেষ হয়নি; তা প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন রূপ নিয়েছে।

যুবসাথীর টাকায় গলদ, ভোগান্তিতে বহু উপভোক্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নতুন ভাতা প্রকল্প যুবসাথী প্রকল্প চালুর পর থেকেই বহু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা না পৌঁছনোয় বাড়ছে বিভ্রান্তি। মোবাইলে বার্তা পেলেও বাস্তবে ব্যাংকে অর্থ জমা না হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে আবেদনকারীদের একাংশের মধ্যে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, সমস্যার মূলে রয়েছে মূলত দুটি ত্রুটি। প্রথমত, বহু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ হালনাগাদ নয়। এর ফলে সরকারি অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় তথ্যগত ভুল; বিশেষ করে অ্যাকাউন্ট নম্বর বা অন্যান্য বিবরণে সামান্য অসঙ্গতিও পেমেন্ট ব্যর্থ হওয়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উপভোক্তাদের করণীয় সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, মেসেজ এলেই টাকা ঢুকে যাবে; এমনটা ধরে নেওয়া ভুল। আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কি না, তা যাচাই করতে হবে। প্রয়োজনে ব্লক অফিসে গিয়ে তথ্য সংশোধনের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, অনেক

আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ভাতা পেয়েছেন বলেও খবর। ফলে একদিকে সাফল্যের ছবি, অন্যদিকে জটিলতায় আটকে থাকা অর্থপ্রাপ্তি; এই দুইয়ের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকল্পটি। সব মিলিয়ে, প্রাথমিক ত্রুটি কাটিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে নির্বাচনের আগে এই প্রকল্প নিয়েই নতুন করে চাপ বাড়তে পারে প্রশাসনের ওপর।

দিল্লি, মুম্বইয়ের পর গেটওয়ে অফ কলকাতা

৩.২১ কোটির 'যুগপুরুষ ওঙ্কারনাথ তোরণ' এখন আন্তর্জাতিক পর্যটনে বাংলার মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা দিল্লি, মুম্বইয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছাতে পর্যটন দপ্তর তৈরি করেছেন গেটওয়ে অফ কলকাতা। কলকাতার প্রবেশপথে আধ্যাত্মিকতা এবং আধুনিক স্থাপত্যের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৈরি হয়েছে 'যুগপুরুষ ওঙ্কারনাথ তোরণ'। ৩ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৭২ ফুটের দুটি বিশাল স্থাপত্য। আগত পর্যটকদের স্বাগত জানিয়ে মধ্যখানে গরুড় স্তম্ভ। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের সকল পুণ্যভূমিকে এক সুতোয় গেঁথে কলকাতার পর্যটন মানচিত্রে এক নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে। আলোয় ভরে উঠেছে সম্পূর্ণ এলাকা। সেজে উঠেছে ওঙ্কারনাথ ধাম। গেটওয়ে অফ কলকাতা, ৬০০ ফুটের কলকাতা ওয়াক, বাংলার হাট। আগামী বুধবার তোরণ শীর্ষে স্থাপিত হচ্ছে ধ্বজা।

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় ও ওঙ্কারনাথ মিশনের সদর, মহামিলন মঠের প্রবেশপথে রাজস্থানের বংশীবট পাহাড় থেকে আনা গোলাপি বেলেপাথরে খোদাই করা এই তোরণটি গত ৫ বছরের নিরলস পরিশ্রমের ফসল। রাজস্থানি

কারিগরদের নিপুণ ছোঁয়ায় নির্মিত এই তোরণটি ইতিমধ্যেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা হাওড়া ব্রিজের মতো কলকাতার অন্যতম 'ল্যান্ডমার্ক' হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আমেরিকার 'বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন'-এও এই আন্তর্জাতিক তোরণটিকে থিম হিসেবে তুলে ধরা হবে জুলাই মাসে। বাংলার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় স্বপ্নের এই প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে বেশ কয়েকবার স্বয়ং চলে এসেছেন পরিদর্শনে। জগন্নাথ ধামের পর ওঙ্কারনাথ ধাম। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট মহারাজ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ দেব প্রতিষ্ঠা করেছেন শতাধিক আশ্রম। বাংলাতেই আছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ৫২ টি আশ্রম। কোটি কোটি মানুষ আশ্রয় পেয়েছেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে। বাংলার মূল প্রবেশ দ্বারে মর্ত্যের বৈকুণ্ঠ মহামিলন মঠ। বৈকুণ্ঠের অঙ্গন এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই তোরণের করিডোর জুড়ে ফুটে উঠেছে শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ দেবের আধ্যাত্মিক বাণী ও কলির পাবন মন্ত্র শ্রী নাম সংকীর্তনরত শ্রী ভগবান ওঙ্কারনাথ ও তাঁর লীলা পার্ষদ দের মূর্তি। তোরণের একপ্রান্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যপ্রান্তে যুগপুরুষ শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ দেবের বিগ্রহ বিরাজমান। মধ্যভাগে অবস্থিত শ্রী গরুড় দেবের মূর্তি বিশ্ব বাংলাকে মিশিয়ে দিয়েছে আধ্যাত্মিক নব জাগরণের বাংলায়। রাতের মায়াবী আলোকসজ্জায় সজ্জিত এই তোরণটি কেবল একটি প্রবেশদ্বার নয়, বরং এটি বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

সরকারি টাকায় দলীয় সভা করার অভিযোগ, কমিশনের দ্বারস্থ শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শাসক দলের নির্বাচনী সভা ঘিরে তীব্র আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে সরাসরি আক্রমণ করে দাবি করেন, রবিবার ভবানীপুরে হওয়া দলীয় কর্মিসভায় করদাতাদের অর্থ ব্যবহার করে রাজনৈতিক সভা সংগঠিত হয়েছে। তিনি লেখেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সভাগুলি করদাতাদের টাকায় পরিচালিত হচ্ছে। পূর্ত দপ্তর তৃণমূলের ব্যক্তিগত ঠিকাদারের মতো কাজ করছে। আরও অভিযোগ তুলে বলেন, অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়, রাজ্যের পূর্ত দপ্তরকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হচ্ছে। শুভেন্দুর দাবি, সভামঞ্চ ছাড়া বাকি সমস্ত ব্যবস্থাপনা; হেলিপ্যাড নির্মাণ, অস্থায়ী রাস্তা, বিশাল আচ্ছাদিত কাঠামো, মাঠ সংস্কার, ব্যারিকেড, আলো, জেনারেটর, এলইডি পর্দা এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা; সবই সরকারি খরচে হচ্ছে। তাঁর কথায়, সরকারি বেতনে নিযুক্ত পূর্ত কর্মীরা দিনরাত কাজ করছেন নির্বাচনী প্রচারের জন্য। এই ঘটনাকে তিনি প্রকাশ্য লুঠ এবং আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, এই বিপুল আর্থিক অনিয়মের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হোক।

মন্দির তালাবন্ধ, মাটির শিবলিঙ্গ বানিয়ে পুজো দিলেন বীজপুরের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মন্দির তালাবন্ধ। অবশেষে গঙ্গার মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ বানিয়ে পুজো দিলেন বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। সোমবার সকালে তিনি হালিশহর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বলদেঘাটায় গঙ্গার তীরবর্তী শিব মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। কিন্তু পুজো দিতে গিয়ে তাকে বাধার মুখে পড়তে হয়। তিনি দেখেন মন্দিরে তালা ঝুলছে। শুধু মন্দির নয়, শৌচালয়ে পর্যন্ত তালা মেরে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে তালাবন্ধ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। শেষমেশ গঙ্গার মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ বানিয়ে পুজো করলেন বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। মন্দির বন্ধ থাকা নিয়ে শাসকদলকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব।

সম্পাদকীয়

২৯৪ কেন্দ্র চষে ফেলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর কমিশনের পর্যবেক্ষকরা, তটস্থ তৃণমূল শিবির

ভোটের ঘন্টা বেজে গেছে বঙ্গে। ময়দানে সব পক্ষই। চতুর্থবার ফেরার আশায় প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এবার লড়াই বাকি তিনবারের মতো সহজ নয়, তা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। তাই সর্বশক্তি দিয়ে আসরে তৃণমূল। তাল ঠুকছে বিজেপিও। এসআইআর পরবর্তী বাংলায় ভোটের লড়াইয়ের অঙ্ক এবার বেশ জটিল। সর্বশেষ ভোটার লিস্ট থেকে এখনও পর্যন্ত এক কোটি নাম কমেছে। সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে কতজনের নাম থাকবে তা এখনও অস্পষ্ট। ফলে এবারই প্রথম নজিরবিহীন ভাবে ভোটের মাসখানেক আগেও স্পষ্ট নয় মোট ভোটারের সংখ্যা। এতেই তৃণমূলের সব হিসেব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তার ওপর ভোট ঘোষণা হতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কমিশনের পর্যবেক্ষকরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ২৯৪টি কেন্দ্র। মনোনয়ন পর্বের আগেই বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে গিয়েছেন পর্যবেক্ষকরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে ঘাঁটি গেঁড়েছেন তাঁরা। অফিসে বসে না থেকে এলাকায় ঘুরতে শুরু করেছেন তাঁরা। কেউ ভোট কেন্দ্রের হাল দেখছেন, কেউ সার্বিক প্রস্তুতি কেমন হয়েছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন। কোনও খামতি ধরা পড়লে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোট ঘোষণার দু'দিনের মাথায় এই জেলায় পা রেখেছেন একাধিক পর্যবেক্ষক। অন্য জেলাতেও একই ছবি। প্রশাসনের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সেরেছেন তাঁরা। এখন ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার মধ্যে হোটেলে থাকছেন। রোজই ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এলাকা দেখছেন তাঁরা। এক ব্লক আধিকারিকের কথায়, ভোট কেন্দ্রে পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না, সেটার পাশাপাশি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্য কাজের অগ্রগতি নিয়েও খোঁজখবর করছেন। এছাড়া কেউ কেউ আবার স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত এলাকাগুলির হালহকিকত জানতে সশরীরে পৌঁছে যাচ্ছেন। পুলিশ ও ব্লকের অফিসারদের নিয়ে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের দোসর হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশনের এই দুই অস্ত্রের দাপটে এখন কোণঠাসা তৃণমূল ক্যাডাররা। ভোটে কীভাবে কী হবে, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না তাঁরা।

শব্দছক ১০৯

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. অপকৃষ্ট ৩. কোনোরকমে কার্যোদ্ধার ৬. পান্ডুর ৭. বর্ণহানি ৮. কর্মকার ১০. রম্ভা ১২. কচ্ছের যে অঞ্চল উষর ১৩. বেয়াড়া ১৫. দুর্নাম ১৭. আঘাতজনিত ঘা ২০. রচনা করা ২১. খনি ২২. প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ২৪. স্ত্রীলোকের কটিভূষণ ২৫. চলাফেরা ২৬. ঘায়েল

ওপর-নিচ: ১. আলোর বিপরীত ২. মিষ্টি স্বাদের ৩. জোরে পা-ফেলা ৪. নিশানা ৫. তরল মাপার মেট্রিক পদ্ধতি ৯. মানুষ ১১. লক্ষ ১৩. বনভ্রমণের আচরণবিধি ১৪. তক্ষণকারী ১৬. মূল্য ১৮. পরিবর্তন ১৯. মোদো মাতাল ২১. শক্তি ২৩. হিন্দীতে যার নাম সীসা

সমাধান ১০৮ — পাশাপাশি: ১. সঙ ২. আয়োজন ৪. কারা ৬. তরমীম ৮. পছন্দ ১০. নক্ত ১১. কথক ১২. বীজন ১৪. বাপ ১৬. বাজনা ১৭. পরাজয় ১৯. দম ২০. বকবক ২১. জ্যান্ত

ওপর-নিচ : ১. সবেতন ২. আরাম ৩. জনপথ ৪. কামী ৫. ধন্দ ৭. রক্তবীজ ৯. ছকবাজ ১৩. জনান্তিক ১৫. পয়মন্ত ১৬. বালা ১৭. পদক ১৮. রাম

আজকের দিন

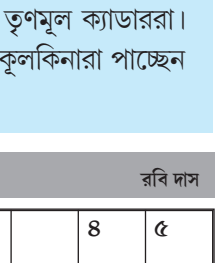

- **১৯৭৬** — অভ্যুত্থানের পর আর্জেন্টিনায় সামরিক একনায়কতন্ত্র শুরু হয়।
- **১৯৮০** — আর্চবিশপ অস্কার রোমেরোকে এল সালভাদরে হত্যা করা হয়।
- **১৯৮৯** — এক্সন ভালদেজ ট্যাঙ্কারটি চরে আটকে গেলে আলাস্কায় তেল ছড়িয়ে পড়ে।

জন্মদিন

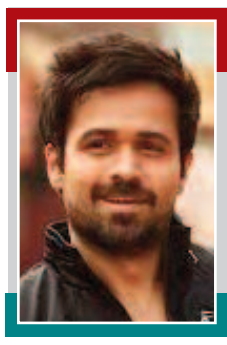

১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক প্রহ্লাদ কক্করের জন্মদিন।*

১৯৭৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ইমরান হাশমির জন্মদিন।*

১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রুণাল পান্ডিয়ার জন্মদিন।*

ইমরান হাশমি

বিষয়: পলিটিক্স

সরি, ডাইরেক্ট বলতে পারছি না

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ,এটাই এখন আপামর মানুষের মনের কথা। যা ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও ডাইরেক্ট মুখের পরে বলা যাচ্ছে না। এখন আবহাওয়ায় উষ্ণতার পারদ কমবেশি হলেও রাজনীতির পারদ ক্রমশই বাড়ছে। আর যার ফলেই বাড়ছে খুন, রাহাজানি --এককথায় মৃত্যু মিছিল। অমুক বাবু এসে ভোট চাইলেন। প্রার্থী পদে তিনি নির্বাচিত। মানুষের কাছে করজোড়ে ভোট চাইছেন। সপাটে গিন্নির উত্তর-- আমি কি দেখে আপনাকে ভোট দেব? মানে? -- মানে, আপনি আমায় কি দেবেন যে আমি আপনাকে ভোট দেব! প্রার্থীর প্রশ্ন --আপনি এতদিনে কি পেয়েছেন তার থেকে আমি বেশি দেব। গিন্নির উত্তর --আমি যা পেয়েছি তার কিছু অংশ কি আপনি দিয়েছেন যে আমি আপনাকে ভোট দেবো। প্রার্থী বললেন -- আপনি কি আমাকে ভোট দিয়ে দেখেছেন যে আমি আপনাকে সামান্য পরিষেবা দেওয়ারও সুযোগ পেয়েছি। গিনির উত্তর -- না, তা না দিলেও কিন্তু কি দেখে দেবে বা কি আশায় আপনাকে ভোট দেবো বলুন তো? আমার চোখে সারা ভারতবর্ষ আমি দেখতে পাই। সারা ভারতবর্ষের যা স্বপ্ন তা কি পূরণ করতে পেরেছেন যে বঙ্গে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করে আমার মূল্যবান ভোট আপনাকে দেব? প্রার্থীর উত্তর ---তাইতো বলছি সুযোগ দিন, একবার সুযোগ দিন আমি বঙ্গে বিভূষণ আনবো। ফেরত গেলেন। শুনতে পেলেন কি কেনো আর...। জিজ্ঞাসা করলেন কিছু বলছেন আর...! গালাগাল দিচ্ছেন নাকি আর! ---সরি, গালাগাল নয়, সে নাম পাল্টে হয়েছে এসআইআর।

এবার দ্বিতীয় ক্যান্ডিডেট হাজির। তিনি করজোড়ে ভোট চাইছেন। এবার গিন্নির উত্তর এলো --আমি আপনাকে কি দেখে ভোট দেব? প্রার্থীর প্রশ্ন দিদি আপনি ভালো আছেন? দাদা কেমন আছেন? গিন্নি উত্তর দিলেন আমি ভালো আছি, দাদা ও ভালো আছেন। এবারে ক্যান্ডিডেট প্রশ্ন করলেন ----আপনার ছেলে মেয়ে ভালো আছেন? হ্যাঁ, তারাও ভালো আছে? কিভাবে ভালো আছে? নিশ্চই চাকরিবাকরি করে। না, তা তেমন...! দিদি আপনি প্রশ্ন করছিলেন না আমায় কেন ভোট দেবেন, এবার বলি আপনার ছেলে মেয়েদের চাকরির নিশ্চয়তার জন্য আমায় ভোট দেবেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের ন্যায্য অধিকারের জন্যে আমাকে ভোট দেবেন। আমাদের ঠিকভাবে আনলে আমি চাকরির নিশ্চয়তা দেব। আমি সামান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক্ষুধা মেটাবো না, বরং সম্পূর্ণ আর্থিক নিশ্চয়তায় দেবো। যাতে পেট ভরে। যেভাবে ভালো থাকবেন তার থেকেও বেশি দেবো। গিন্নির উত্তর --সরি,আপনি পারবেন না। আর পারবেন না বলেই পরিবর্তন এসেছিল। আর এবার পাল্টানো দরকার। ক্যান্ডিডেট উত্তর দিলেন-- ঠিক আছে,নমস্কার।

এবার আরেক ক্যান্ডিডেট এর পালা। দুপুরে এসেছেন। সাধারণভাবে এ সময়ে বাড়ির গিন্নি রাই থাকেন। সুতরাং দরজার নক করলে সেই গিন্নির আগমন। মাসিমা কেমন আছেন? -- ভালো। তা সবকিছু ঠিকমতো পাচ্ছেন তো? উত্তরে জানা গেলো-- হ্যাঁ, সবাই ভালো পাচ্ছি। আর কোনো অসুবিধা থাকলে জানাবেন।-- ঠিক আছে। আর আমি ভোট চাইতে আসিনি এবার। কেমন আছেন সেই খোঁজ খবর নিতে এসেছি। যাকে ইচ্ছা ভোট দেবেন। ভালো থাকবেন। নমস্কার।

বোঝা গেল শেষের এই ক্যান্ডিডেট কত স্মার্ট! তা না হলে তিনি এই প্রচারে এসে খোঁজ খবরের কথা বলে এটা কেন বলবেন যে যাকে ইচ্ছা ভোট দেবেন। অর্থাৎ তিনি এমন আত্মতৃপ্তিতে আছেন যে তিনি এবারে ভোটে জিতবেন সেটা তিনি ধরেই নিয়েছেন। সুতরাং তার খুব একটা বেশি প্রচার লাগবে না এই বিশ্বাসে তবে কেনো তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নক করছেন! খুব একটা কিছু আশীর্বাদ চাইতেও হচ্ছে না তার । কারণ তার বিশ্বাস সারা বছরের জনমুখী কাজে তাকে লোকে এমনিতেই ভোট দেবেন।

এই হল সামগ্রিক চালচিত্র। সুতরাং এক এক জনের রণকৌশল এক একরকম। এবারের ভোটে তা দেখা যাচ্ছে। ভুল বললাম। প্রতিবারের মতো এবারেও দেখা যাচ্ছে। এবারও দেখা যাচ্ছে নানান রকম কৌশল, পন্থা অবলম্বন করে যে যার মত আখের গুছিয়ে নিতে চাইছেন। তবে এটা বোঝা যায় মানুষ সামান্য খুশিতে নিজেদের অনেক না পাওয়াকে তারা সহজে দেখতে সামান্য পাওয়াতে ভুলে গেছেন। কারণ মানুষের মনে সেই পুরনো প্রভাবটা গেঁথে গেছে যে 'নেই মামা থেকে কানা মামা অনেক ভালো।' কিন্তু একটু ভাবুন তো সত্যিই কি তাই! আমরা পাশাপাশি এই প্রবাদটাও তো জেনেছি যে, 'দুষ্টু গরু থেকে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো'। দুটোই তো জনপ্রিয় প্রবাদ। তাহলে আপনি বিচার করুন তো কোনটা ঠিক,আর কোনটা ভুল? আর এই বোধ হারিয়ে গেছে বলেই মানুষ আজ বড় অসহায়। এই অসহায়তা আমরা কিছু বছর আগে এক মারণ রোগে দেখেছিলাম। হ্যাঁ, রোগটির নাম ' করোনা'। কোভিড কালে যে যার নিজের মত বেঁচে ছিল। বাবা-মা সন্তানকে যেমন উপেক্ষা করেছিল ঠিক তেমনি সন্তানও বাবা-মাকে উপেক্ষা করে নিজে বাঁচার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাই উত্তর প্রজন্ম নিয়ে আমাদের কারো কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মানুষের সিদ্ধান্ত-বিভ্রমতাই মানুষকে ক্রমশ শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমাদের আজকের রাজনীতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিদিনের বাঁচাতে কিভাবে সকলে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। মানে উত্তর প্রজন্ম নিয়ে আমাদের ভাবনার তেমন কোন আগ্রহ নেই। আমি ভালো থাকলেই হলো। আমার ছেলেমেয়ে রসাতলে গেল আমার কি হলো! আর ঠিক এই ভাবনার সুবিধা নিচ্ছে প্রায় সব রাজনৈতিক দল।

এখনকার পরিস্থিতিতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে বলতে পারবে আমি কোন পলিটিক্স করি না বা আমার কোন দল নেই বা আমি কোন পক্ষের নই। আসলে আমরা কিছুক্ষেত্রে তথাকথিত দল না করলেও কিম্বা আমরা পলিটিক্স না বুঝলেও আমরা কোন না কোন পক্ষের নয় তা বলা যাবে না। সুতরাং এ কথা বলতে পারবো না--আমি নিরপেক্ষ। মানে আমি কোন না কোন পক্ষের। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে যে এখানে নিরপেক্ষ কথাটা খাটে না। দল মত নির্বিশেষে আমার নিজস্ব পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই থাকবে। তাই এখানে চায়ের দোকানে রাজনীতির তুফান উঠে। সেলুনে, রেস্তোরায়, পাড়ার মোড়ে, টিভি চ্যানেলে তর্ক-বিতর্ক, বিশ্লেষণ চলতেই থাকে। মানুষ কিছু পলিটিক্স এর ব্যাপারে না বুঝলেও পলিটিক্সের কথা বলে। কারণ এটা আমাদের একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা এই সংস্কৃতির ঘেরাটোপ থেকে কিছুতেই নিজেদের বের করতে পারছি না। আর পারছি না বলেই আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম আবেগগুলো নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো তাতে নিজস্ব ফায়দা তোলে। কলুর বলদ বানায়। এবং আমরা নিরবে তা সহ্য করে থাকি। এটাই হয়ে গেছে আমাদের কালচার। আমাদের বেঁচে থাকার কালচার, আমাদের মনুষত্বের কালচার, আমাদের সামাজিক কালচার, আমাদের অস্তিত্বের কালচার, আমাদের অপ্রাপ্তির ও কালচারে বটে। কিন্তু সেটা আমরা বুঝি ক' জন? বুঝলেও তাকে আমাদের পরিণতি বলে ধরে নিই অনেকেই। আর ঠিক সেই কারণেই আমরা পিছিয়ে পরি একটি মানুষ হিসাবে, একটি জাতি হিসাবেও।

সুস্থ সংস্কৃতি নেই এখনকার রাজনীতিতে। সুস্থ আদর্শ হারিয়ে গেছে অনেক আগেই রাজনীতি থেকে। পলিটিক্যাল সায়েন্স একটি সাবজেক্ট। তাতে সাম্মানিক ডিগ্রিও হয়। কিন্তু তা জেনে পলিটিক্স করে কি' জন? আমাদের দেশে শিক্ষা বিশেষত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত বিষয় জেনে এখানে তেমন কেউ রাজনীতি করে না। সুতরাং যথার্থ শিক্ষিত মানুষ ক্রমেই বিলীন হচ্ছে রাজনীতিতে। অথচ মুশকিল টা হলো রাজনীতি ছাড়া এখানে কোন কাজও হয় না। সমস্ত কিছুর মধ্যেই রাজনীতি রয়েছে। আমরা দেখি আমাদের ঘর থেকে রাজনীতির বাতাবরণ তৈরি হয়। পরে সেটা গিয়ে রাজ্য-রাষ্ট্রের প্রবাহিত হয়ে পড়ে। সুতরাং আমরা অজান্তেই বিভিন্ন সময়ে রাজনীতির মধ্যেই বেড়ে উঠছি-- আমাদের শৈশবের কাল থেকে একেবারে জীবনের শেষাবধি। আমরা রাজনীতির মধ্য দিয়েই চলি কিন্তু তথাকথিত সক্রিয় রাজনীতি না করলেও আমাদের মধ্যে রাজনীতির যে সূক্ষ্ম অনুভূতি সেটা নিয়েই আমরা এগিয়ে চলি। সুতরাং সুস্থ এবং ভালো রাজনীতি আমাদের যেমন প্রভাবিত করে তেমনই আমরা অতীতে বহু রাজনৈতিক নেতাকে দেখেছি যাদের একটি আদর্শ একটি বিশ্বাস অবশ্যই প্রভাবিত করত গোটা সমাজকে। না, এখন আর সেটা করে না। এখন স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতিতে প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখা যায়। কোন আদর্শ,কোন শিক্ষা, কোন সৃজন মূলক চিন্তাভাবনা রাজনীতির মধ্যে থেকে ক্রমেই বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা এক গভীর সংকটময় পরিস্থিতি মধ্য দিয়ে ক্রমেই ভেসে চলেছি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা জানি না আমরা কি করছি বা কেন করছি বা কিসের লোভে বা আশায় করছি। আমরা একটা অন্ধকার পথ দিয়ে ক্রমেই হেঁটে চলেছি। হ্যাঁ, নিজের অজান্তেই আরো অন্ধকারে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এমনটা না হলেও চলত। যদি সঠিক রাজনীতি নিয়ে মানুষ তার আদর্শগত চিন্তা ভাবনা সমাজে প্রতিফলিত করতো তাহলে অচিরেই আমরা একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক সার্বিক কল্যাণময় বাতাবরণ পেতাম। কিন্তু তা হলো কই! আমাদের ভাব এবং ভাবনার সাথে কাজের গতিবিধি মেলে না। আর মেলে না বলেই ক্রমশই আমরা আশায় বা লোভে নিজেদের নিয়োজিত করে ফেলি। আর সেই নিবেদনের মাধ্যমে কোন সুস্থ কাজ হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে কোন আদর্শগত কাজ সঠিকভাবে হয় না। না, আর বেশি বলা যাবে না। মন বলতে চাইলেও সামাজিকভাবে আমি বয়কট হয়ে যাবো। ভয় তো আছেই। কারণ আমি সাধারণ মানুষ। আর পারমিট পাবে না আমার সাহস! না, না না। আর নয়। চুপ! দেখছ না আন্দোলন চলছে। প্রতিবাদও চলছে। থুড়ি, রাজনীতি চলছে। কিন্তু কবি নীরেন বাবুর সেই ছেলেটা কোথায় যে কিনা বলবে-- রাজা তোর কাপড় কোথায়?

চুঁচুড়ার ডাচ গোরস্থান

অতীতের ছায়ায় হারিয়ে যাওয়া এক ঔপনিবেশিক অধ্যায়

বেবি চক্রবর্তী

হুগলি নদীর ধারে চুঁচুড়া শহর - এ শহরের অলিগলি, পুরনো ইটের গায়ে লেগে আছে সময়ের গন্ধ। আধুনিকতার কোলাহলের মাঝেই কোথাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে এক টুকরো অতীত। আর এই শহরের বুকে আজও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন এক ইতিহাস — ডার্চ গোরস্থান। একসময় ইউরোপীয় বাণিজ্যিক শক্তি ডাচদের (নেদারল্যান্ডসের ব্যবসায়ী ও শাসকগোষ্ঠী) বাংলায় প্রভাব বিস্তারের সাক্ষ্য বহন করছে এই গোরস্থান। এটি শুধু সমাধিক্ষেত্র নয়, বরং বাংলায় ইউরোপীয় উপনিবেশিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

প্রথম দেখায় এটি নিছকই একটি পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্র বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালেই বোঝা যায় - এ যেন এক জীবন্ত ইতিহাসের পাতা, যেখানে প্রতিটি সমাধি এক একটি গল্প বলে, এক একটি সময়কে তুলে ধরে।

১৭শ শতকে বাংলায় পা রেখেছিল ইউরোপীয় বাণিজ্য শক্তি। সেই সময় ঈন্স্ঠত্বত ক্ষখন্স্ঠ জ্জ:ত্থখ ঋদ্রদ্বদ্মখ:া তাদের বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটায় হুগলি অঞ্চলে। চুঁচুড়া তখন হয়ে ওঠে ডার্চদের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। নদীপথে বাণিজ্য, কুঠি, গুদাম — সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে এক ব্যস্ত উপনিবেশিক পরিমণ্ডল। আর সেই পরিমণ্ডলের মানুষের শেষ ঠিকানা হয়ে ওঠে এই গোরস্থান।

চুঁচুড়ার এই ডার্চ গোরস্থানে প্রবেশ করলেই যেন অন্য এক সময়ে পৌঁছে যাওয়ার অনুভূতি হয়। চোখে পড়ে প্রাচীন ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত একাধিক সমাধিসৌধ। গাছের ছায়ায় ঢাকা, শ্যাওলা ধরা সমাধিগুলোর গায়ে খোদাই করা অক্ষর — কোথাও স্পষ্ট, কোথাও সময়ের ধাক্কায় ঝাপসা। লাতিন কিংবা ডাচ ভাষায় লেখা সেই শিলালিপিগুলি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে বহু অজানা মানুষের গল্প - তাঁদের জীবন, মৃত্যু আর এই অচেনা বাংলায় কাটানো দিনগুলোর স্মৃতি। যা সেই সময়কার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মূল্যবান তথ্য তুলে ধরে।

গোরস্থানের সমাধিগুলিতে দেখা যায় ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ক্লাসিকাল স্থাপত্যের প্রভাব। গম্বুজ আকৃতির ছাদ, স্তম্ভ, অলংকরণ - সব মিলিয়ে এই স্থানটি যেন এক খোলা আকাশের নিচে ইতিহাসের জাদুঘর। প্রতিটি সমাধি একটি গল্প বলে, একটি যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

হুগলির চুঁচুড়ায় অবস্থিত ডার্চ গোরস্থান মূলত ডাচ উপনিবেশিক আমলের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সৈন্য এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমাধিস্থ করার জন্য ব্যবহৃত হত। এখানে ইউরোপীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সমাধি থাকলেও, তাঁদের বেশিরভাগই আজ সাধারণ মানুষের কাছে খুব পরিচিত নাম নয়। এই গোরস্থানের অন্যতম আকর্ষণ ডাচ গভর্নর Adriaan Bisdom-এর সমাধি। অন্যান্য সমাধির তুলনায় এটি অনেক বেশি বিশাল ও নান্দনিক। স্থাপত্যে রয়েছে ইউরোপীয় শিল্পরীতির ছাপ - গম্বুজ, স্তম্ভ, সূক্ষ্ম অলংকরণ - সব মিলিয়ে এটি যেন এক নীরব স্থাপত্যকাব্য। এছাড়াও Daniel Anthony Overbeck ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (ডিরেক্টর) ছিলেন। তাঁর সমাধিও এখানে অবস্থিত বলে জানা যায়। আরও বহু ডাচ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও সৈনিক যাঁরা Dutch East India Companyé-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং চুঁচুড়ায় কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাঁরাও এখানে শায়িত আছেন।

তবে এই সৌন্দর্যের আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে অবহেলার গল্প। অনেক সমাধি আজ ভাঙনের মুখে, শিলালিপির অক্ষরগুলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই মুছে যাচ্ছে ইতিহাসের সেই অমূল্য দলিলগুলি। পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই ঐতিহ্য যেন ধীরে ধীরে বিলীন হওয়ার পথে।

স্থানীয় মানুষেরা বলেন, 'এই গোরস্থান শুধু মৃত মানুষের সমাধি নয়, এটি আমাদের শহরের ইতিহাসের অংশ।' অথচ সেই ইতিহাসই আজ যথাযথ যত্নের অভাবে উপেক্ষিত। চুঁচুড়ার ডাচ গোরস্থান যেন এক নিঃশব্দ প্রহরী -- যে দেখেছে সময়ের উত্থান-পতন, শাসকের বদল, সংস্কৃতির মেলবন্ধন। আজও সে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাই ঐতিহাসিকদের একাংশ মনে করছেন, এই ডার্চ গোরস্থানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে উদ্যোগী হওয়া উচিত সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। প্রয়োজন নিয়মিত সংস্কার, পরিচর্যা এবং পর্যটকদের জন্য তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ইতিহাস কখনও হঠাৎ করে হারিয়ে যায় না -তা ধীরে ধীরে মুছে যায় অবহেলার আবরণে ঢাকা পড়ে। চুঁচুড়ার ডার্চ গোরস্থান সেই হারিয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক অমূল্য স্মৃতি। এখনই যদি সংরক্ষণের উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে হয়তো আগামী প্রজন্মের কাছে এটি শুধু একটি নাম হয়েই থেকে যাবে, বাস্তবের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।

চুঁচুড়ার ডার্চ গোরস্থান শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, এটি বাংলার উপনিবেশিক ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার আগেই প্রয়োজন সচেতনতা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ — এটাই এখন সময়ের দাবি।

চুঁচুড়ার ডার্চ গোরস্থান শুধুমাত্র একটি সমাধিক্ষেত্র নয়, এটি ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল, যা বাংলায় ইউরোপীয় উপনিবেশিক অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। সময়ের অবহেলায় এই ঐতিহ্য ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই একে সংরক্ষণ করা শুধু দায়িত্ব নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখার অঙ্গীকারও।

চর্চাবাসর ১০৮

বাংলা শব্দ রসগোল্লা দুটি মূল থেকে উদ্ভূত রস (রস/সিরাপ) এবং গোল্লা (গোলক/গোলক), যার আক্ষরিক অর্থ 'সিরাপ-গোলক' বা 'রসের বল'। এটি ছানা ও সুজি দিয়ে তৈরি এক প্রকার স্পঞ্জি পিঠা, যা চিনির সিরাপে রান্না করা হয়। ব্যুৎপত্তিগতভাবে এটি একটি যৌগিক শব্দ।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অবৈধ বিদেশি অর্থের লেনদেন, পোস্টার হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: আগে হাড়োয়ার তৃণমূল বিধায়ক রবিউল ইসলামের নামে পোস্টার পড়েছিল। এবার তৃণমূল প্রার্থী আব্দুল মাতিনের নামে পোস্টার পড়ল। পোস্টারে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট লোকসভার অধীনস্থ হাড়োয়া বিধানসভায় তৃণমূল অস্বস্তি যেন কমছেই না। হাড়োয়া আবজালনগর এলাকায় নতুন তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল। সেখানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে। হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী আব্দুল মাতিনের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে।

হাড়োয়া বিধানসভার আবজালনগর এলাকা জুড়ে পোস্টার আর সেই পোস্টারে লেখা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদিআরব, আফগানিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধভাবে লেনদেনে কোটি টাকা এনে নিজের নামে এবং অন্য নামে ভুয়ো ট্রাস্ট মাধ্যমে লেনদেন করা হলো কেন? হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আব্দুল মাতিন জবাব দাও। এই প্রসঙ্গে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন বলেন, 'মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেব তথা হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তিনি এমন ব্যক্তি নন। হেরে যাবে বলে বিরোধীরা এটা চক্রান্ত করছে এবং হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেবের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে।' যদিও এই ঘটনাটা তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা রাজেন্দ্র সাহা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'বিজেপি এমন কাজ করেনি। ওটা তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল। তৃণমূলের যুদ্ধ এখন নিজেদের ঘরের অন্দরে।'

বিজেপির নির্বাচনী প্রস্তুতি বৈঠক দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। শহরের মুচিপাড়ার একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিজেপি প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল, সতীশ ধন এবং ভূপেন্দ্র যাদব-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, বুথ স্তরের প্রস্তুতি এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং দুই বর্ধমান জেলার প্রার্থীদের নিয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে জয়ের লক্ষ্যে কীভাবে প্রচার আরও জোরদার করা যায় এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, সেই বিষয়ে দিকনির্দেশ দেন নেতৃত্বরা। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের প্রস্তুতি বৈঠকের মাধ্যমে রাঢ় বঙ্গে সংগঠনকে আরও মজবুত করে নির্বাচনে ভালো ফল করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে বিজেপি।

তারাপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু কাজল শেখের

মৃণালজিৎ গোস্বামী

রামপুরহাট: সোমবার আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরুর আগে তারাপীঠে পুজো দিলেন কাজল শেখ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ২৯৪টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয় কামনা করে এই পুজো দেন তিনি। দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি এবং নানুর বিধানসভার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাজি-সহ রামপুরহাটের তৃণমূল নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার সকালে তারাপীঠে আসেন। তারাপীঠ মন্দিরের সেবাইত ও পুরোহিতদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে পুজো দিয়ে দেওয়াল লিখন করে নিজের প্রচার শুরু করলেন হাসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ।

রিলস বানাতে মগ্ন, পথদুর্ঘটনায় মৃত দুই পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্ধুদের সঙ্গে মোটরবাইক নিয়ে হিন্দি সিনেমার মতোন কেরামতি দেখাতে গিয়েই দুটি পৃথক এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই পড়ুয়ার। আহত হয়েছে আরও একজন। রবিবার রাতে মর্মান্তিক দুটি পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে পুখুরিয়া এবং চাঁচল থানা এলাকায়। আহত অপর এক পড়ুয়ার চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। দুটি পথ দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত চালিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ও আহত ওই পড়ুয়াদের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। পাশাপাশি তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতে পারে। রাজ্য সড়কে মোটরবাইক নিয়ে কেরামতি দেখানোর সময় এমন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রাতেই দুই পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। দুটি পৃথক এলাকার দুর্ঘটনার পর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মোটরবাইক দুটি উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্তকারী দুই থানা এলাকার পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, রিলসের নেশাই আসক্ত হয়েই মোটর বাইক নিয়ে কেরামতি দেখাচ্ছিল ওই পড়ুয়ারা। আর তাতেই এমন পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত একাদশ শ্রেণির ছাত্রের নাম মাহফুজ আলম (১৭)। তার বাড়ি ইংরেজবাজার থানার নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধিয়া এলাকায়। আর পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে পুখুরিয়া থানার পীরগঞ্জ এলাকার রাজ্য সড়কে। অপর মৃত ছাত্রের নাম জুলকার নাইন (১৭)। তার বাড়ি চাঁচল থানার দুর্গাপুর এলাকায়। মৃত ছাত্রের সঙ্গে মোটরবাইকে তার এক বন্ধু ছিল। সে আহত হয়েছে। তার নাম মিজানুর রহমান (১৬)। এরা দু'জনেই স্থানীয় এলাকার একটি স্কুল থেকে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

সহায়ক মূল্যে আলু কেনা জারি সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কৃষি বিপণন ও আলু ব্যবসায়ী সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবারও আলু কেনার প্রক্রিয়া জারি ছিল। আলুর অভাবি বিক্রি বন্ধে আলু চাষিদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কেনার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই হিমঘর মালিকদের তত্ত্বাবধানে সরকারি নিয়ম মেনে ও আলুর গুণগতমান যাচাই করেই সরকারি কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের থেকে কুইন্টাল প্রতি ৯৫০ টাকা (৫০ কেজির বস্তা ৪৭৫টাকা) সহায়ক মূল্যে আলু কেনা জারি রেখেছে সরকার। ধনেখালি, হরিপাল, সিঙ্গুর ও বলাগড় ব্লকে আলু কেনা হয়েছে। আলু চাষিরা জানিয়েছেন, জেলার অর্থকরী ফসল আলু। সারা বছর আলুর উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় মানুষকে। এবার আলুর রেকর্ড উৎপাদনে আলুর দাম পড়ে গিয়েছিল। মাঠে ৬ থেকে ৭ টাকা কেজি দরে আলু বিকোলেও, কেনার লোক ছিল না। যে কারণে জেলায় গোঘাট, আরামবাগ, তারকেশ্বরে রাস্তায় আলু নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল। আলুর চাষের খরচ উঠবে কি না, সেই নিয়ে ঘুম উড়েছিল। কিন্তু মার্চ মাসের গোড়ায় সরকার সহায়ক মূল্যে আলু কেনায়, কৃষকরা অনেকটাই দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন। সূত্রের খবর, সিঙ্গুর, ধনেখালি, তারকেশ্বর ও আরামবাগে জ্যোতি আলু ছাড়াও হেমাঙ্গিনী ও কলম্বো প্রজাতির উচ্চ ফলনশীল আলুর ব্যাপক উৎপাদন হয়েছে। এ বারে আলু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে কমবেশি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন সংরক্ষিত হবে বলে মনে করছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সংগঠন। এ বিষয়ে রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকার যে পদ্ধতিতে সরাসরি কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে আলু কিনছে, সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সত্যিকারের কৃষকরা সহায়ক মূল্যে আলু বিক্রির সুযোগ পাচ্ছেন। কেউ কেউ আলু নিয়ে রাজনীতি করছেন। সরকার আলু কেনায় উদ্যোগী হওয়ায় আমরা খুবই খুশি।' চলতি মাসের গোড়ার দিকে বিভিন্ন আলু ব্যবসায়ী সংগঠন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার উদ্যোগে সরকারের সঙ্গে সহায়ক মূল্যে আলু কেনা নিয়ে বৈঠকে বসে। তার পরেই সরকার সহায়ক মূল্যে আলু কেনা শুরু করায়, ওই বৈঠকের সুফল মিলেছে বলে মানছেন অনেকেই। প্রোগ্রেসিভ আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের আহ্বায়ক স্বপন সামন্ত বলেন, 'মানবিক মুখ্যমন্ত্রী সব কিছুতেই মানুষের পাশে থাকেন। সারের দাম কেন্দ্র বাড়িয়েছে। কিন্তু টানা কয়েক বছর ধরে রাজ্য ধারাবাহিকভাবে কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে আলু কিনছে।' রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের বিদায়ী মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আলুর রেকর্ড ফলন হচ্ছে। সেটা সরকারের নজরে ছিল। ভোট ঘোষণার আগে থেকেই সরকার যে সহায়ক মূল্যে আলু কেনা শুরু করেছে, সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে হেলিকপ্টার ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বের সভার দিকে এখন পাখির চোখ তৃণমূলের। সোমবার এলাকা পরিদর্শনে ও নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ফুটবল মাঠে হেলিকপ্টার নিয়ে ট্রায়াল হল। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহায় আগামী ২৬ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। সে কারণেই হেলিকপ্টারের ট্রায়াল। ট্রায়াল ও হেলিকপ্টার দেখতে উপচে পড়ে ভিড়।

স্নানে গিয়ে নিখোঁজ বধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে স্নান করতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান নাগিনা দেবী (৪১)। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর সন্ধান না মেলায় অবশেষে পরিবারের পক্ষ থেকে ২১ মার্চ শনিবার নিখোঁজ ডাইরি করা হয় অন্ডাল থানাতে। অন্ডাল থানার কাজোরা মোরড় সংলগ্ন লছিপুর কোলিয়ারির বিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা নিখোঁজ মহিলার স্বামী সুরজ যাদব বলেন, ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার সকালে স্ত্রী স্নান করার জন্য সিঙ্গারন নদী ঘাটে যান। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফিরে না আসায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন পলাশবন রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গেছে ওই মহিলার গতিবিধি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কিন্তু মহিলার খোঁজ না মেলায় উদ্বেগে রয়েছে তাঁর পরিবার।

ডিভিসির রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ডিভিসির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পরিবহণে বঞ্চিত করা হচ্ছে স্থানীয় গাড়ি মালিকদের। এই অভিযোগ তুলে ছাই পুকুর সংলগ্ন এলাকায় তুমুল বিক্ষোভ দেখাল সোমবার দুপুরে গাড়ি মালিকদের সংগঠন রঘুনাথপুর ট্রিপার ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের অভিযোগ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য ছাই অ্যাশ পন্ড থেকে তুলে অন্যত্র পরিবহণের কাজের বরাত পাওয়া সংস্থা বাইরে থেকে গাড়ি এনেছে। কিন্তু এই কাজে স্থানীয়দের গাড়িই ব্যবহার করতো ওই কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাগুলি। ট্রিপার সংগঠনের দাবি, তাদের শতাধিক সদস্যের পাঁচশোর মত ডাম্পার, ট্রাক আছে। সেই কাজে জড়িত অন্তত হাজার দু'য়েক কর্মচারী। ছাই পরিবহণে তাঁদের গাড়ি বাদ দেওয়া হলে কাজ হারাবেন ওই সংখ্যক কর্মচারীরা। ছাই পরিবহণে স্থানীয়দেরই গাড়ি ব্যবহার করতে হবে বলে দাবি তুলেছে ওই সংগঠন এদিন তুমুল বিক্ষোভ দেখান।

বৃদ্ধার কাঠের বোঝা বাড়ি পৌঁছালেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভোট বড় বালাই। তাই প্রচার ছেড়ে বৃদ্ধার মাথার কাঠের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো। ভোটের বাজারে রাজেশের এই মানবিক নিদর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গোপীবল্লভপুরের ফেকো এলাকায় প্রচার চালানোর সময় তার চোখে পড়ে, জঙ্গল থেকে ভারী কাঠের বোঝা মাথায় করে প্রখর রোদে হাঁটতে কার্যত অসহায় অবস্থায় পড়েছেন এক বৃদ্ধা। এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রচারের ভিড় থেকে বেরিয়ে সেই বৃদ্ধার কাছে ছুটে যান তিনি। বৃদ্ধার মাথা থেকে কাঠের বোঝা নামিয়ে নিজের কাঁধে তুলে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে তার বাড়িতে পৌঁছে দেন।

বিজেপিতে যোগদান দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে নির্বাচনের আবহে ফের দলবদলের ঘটনা সামনে এল। সোমবার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ধান্ডাবাগ এলাকায় বিজেপির প্রচার কর্মসূচি শেষে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গল্ফনগরের বাসিন্দা আইনজীবী কৌশিক বসু আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন। বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের হাত থেকে তিনি দলের পতাকা তুলে নেন। কৌশিক বসু জানান, বিজেপির আদর্শ ও নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর মতে, রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপির হাত শক্ত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, 'সারা রাজ্যজুড়ে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বহু মানুষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন।' তিনি দাবি করেন, এই ধারা আগামী নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলবে।

কমিশনের কর্মীদের মারধরে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সরকারি দেওয়াল থেকে দেওয়াল লিখন মুছে দেয় নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা। অভিযোগ ওঠে, তখনই দু'জন নির্বাচন কমিশনের কর্মীকে মারধর করে স্থানীয় ও তৃণমূলের বেশ কয়েকজন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কোকওভেন থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নাম প্রসেনজিৎ মহারানি ওরফে বাপন, নন্দলাল কুমার সাউ ওরফে টিংকু এবং রবি পাশওয়ান। তিনজনেই দুর্গাপুরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে।

SBI এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

LOAN ACCT - 30210856628 (HBL) এবং 42559565327 (TOP UP)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (২০০২ এর নং ৩) রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১০.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতাগণ **নীতু সিং, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ২০১সি, ৩য় তল, ব্লক 'এ' ৮০, জয় নারায়ণ সাঁতরা লেন, হাওড়া - ৭১১১০১** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,৫১,১৭০.০০ টাকা (উনিশ লাখ একান্ন হাজার একশ সত্তর টাকা) ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** নিকট বকেয়া **১৯,৫১,১৭০.০০ টাকা (উনিশ লাখ একান্ন হাজার একশ সত্তর টাকা) ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

(ফ্ল্যাটের বিবরণ) :-
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ এবং বসবাসযোগ্য বসবাসের ফ্ল্যাট বা ইউনিট নং **২০১সি, ব্লক 'এ'**, তিনতলায় বহুতল ভবনে মোট ঢাকা/বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ **১১০০ বর্গফুট** ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, কমবেশি, তিন বেড রুম, এক কিচেন, দুই শৌচালয় বাথরুম সহ, এক ডাইনিং স্পেস, এক বারান্দা এবং সকল ফিক্সচার এবং ফিটিংস, জলের সরবরাহ ফ্ল্যাট এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির প্রেমিসেস নং ৮০, জয়নারায়ণ সাঁতরা লেন, থানা - হাওড়া, শহর এবং জেলা : হাওড়া, হাওড়া কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ২৭ অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধিক্ষেত্রে।

ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ২০১এ। **দক্ষিণে :** বিক্রেতার চলার পথ পরে ৮১/২, জয়নারায়ণ সাঁতরা লেন। **পূর্বে :** ব্লক বি ভবন। **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ২০১ডি। **সম্পত্তি শ্রীমতি নিতু সিং এর নামে।** উল্লেখ্য দলিল নং ৪৪১৭-২০০৭, নথিভুক্ত বুক নং -১, ভলুমে নং ১০৮, পৃষ্ঠা ১৭৩ থেকে ১৯৫, অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬
স্থান : হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই শান্তিপুর শাখা (০০১৭৬)
৭৮ নেতাজি সুভাষ রোড, পো. শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া
পিন - ৭৪১৪০৪, ইমেল : sbi.00176@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী কৌশিক মজুমদার (অ্যাকাউন্ট নং - ০১০২) এসবিআই শান্তিপুর শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, এবং সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহক নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেননি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার অলঙ্কারসমূহ নিলামের দিনের আগের দিন অর্থাৎ **২৭.০৩.২০২৬** ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী কৌশিক মজুমদার (অ্যাকাউন্ট নং - ০১০২)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৭.০৩.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২০ ক্যারট	মোট ওজন ৯.৯০০ গ্রাম নিট ওজন ৮.২১০ গ্রাম	১টি চেন ২টি লকেট ১টি আংটি ৪টি কানের দুল

তারিখ: ২৪.০৩.২০২৬
স্থান: শান্তিপুর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই শান্তিপুর

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের **রাহুল কুমার ঘোষ এবং দেবলীনা ঘোষ (বসাক)** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম	সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদসমূহের বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **রাহুল কুমার ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত দিলীপ কুমার ঘোষ **ঠিকানা :** নিউ গয়েশপুর ঝলঝলিয়া (বিদ্যাসাগর পল্লির নিকট), জেলা : মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১০২। **রাহুল কুমার ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত দিলীপ কুমার ঘোষ **দেবলীনা ঘোষ (বসাক) (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী রাহুল কুমার ঘোষ **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৫০৯ ৬ষ্ঠতল, ইমপেরিয়াল হাইটস খাড়গপুর সাব ডিভিশনাল কোর্ট এর নিকট, পো-থানা : খগড়পুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭২১৩০১। **দেবলীনা ঘোষ (বসাক) (ঋণগ্রহীতা)** পিতা জয়ন্ত বসাক **ঠিকানা :** গ্রাম - বাঁশবাড়ি (বসাক পাড়া), পো : ইংলিশ বাজার, জেলা - মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১০২। **শাখার নাম :** কৌশল্যা শাখা (১৬৭৬৭)। **লোন এ/সি নং : ৪০৪৩৭৬১১৩৭০ (এইচবিএল) ৪০৪৩৭৬৫১২২২(সুরক্ষা)**	**তপশিল সি** **অংশ -২** **(স্থাবর সম্পত্তির সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাপ ৯৪৪.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এরিয়া (ঢাকা এরিয়া ৭৮৬.৩৫ বর্গফুট) ফ্ল্যাট নং ৫০৯, ব্লক -এ, নাম মা অন্নপূর্ণা, ৬ষ্ঠতলে, (জি-৫) তলা ভবনে/অ্যাপার্টমেন্টে পরিচিত ইমপেরিয়াল হাইটস নামে, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন এবং দুই টয়লেট/বাথরুম, সকল সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবিভক্ত সম্পত্তির	১০.০৩.২০২৬	১১.০৮.২০২৫	**২৯,০৪,১৪৫.০০ টাকা** (উনত্রিশ লাখ চার হাজার একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) **১০.০৩.২০২৬** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত ইউনিট/ফ্ল্যাট অবস্থিত স্থানে জমির পরিমাপ ০.০৬৯১৯ একর অবস্থিত মৌজা- মীরপুর, জেএল নং ২৪০, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৫ এবং ৩৩৪/২, এলআর খতিয়ান নং ১০৩৮, আরএস দাগ নং ১৩২ এবং ১৩৩, এলআর দাগ নং ১৫৯ এবং ১৬০, খড়গপুর হাইকোর্ট এর নিকট, গোপালী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -খড়গপুর, জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০১।
সম্পত্তি/ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৫১০। দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ এবং ব্লক সি মা চণ্ডীকা। পূর্বে : ব্লক-বি, মা ভুবনেশ্বরী এবং ফ্ল্যাট নং ৫১২। পশ্চিমে : অজয় বাকলি এর খালি জমি।
সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত শ্রীমতি দেবলীনা বসাক এবং শ্রী রাহুল কুমার ঘোষ এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১০১০০৭৮৮২-২০২১ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১০১০-২০২১, পৃষ্ঠা ১৮৬১২৪ থেকে ১৮৬১৯৬, অফিস এডিএসআর খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/অথবা তাদের ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট জামিনদার(গণ)কে (যেখানে প্রযোজ্য) এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
আমরা সারফেইসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের জন্য সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : আমরা এতদ্বারা সারফেইসি আইন ২০০২-এর অধীনে আপনাকে জারি করা আমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত নোটিশ যদি থাকে বাতিল এবং/অথবা প্রত্যাহার করছি; এটি উক্ত আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে আমাদের প্রাপ্য অধিকার এবং প্রতিকারসমূহের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

তারিখ : ২৪.০৩.২০২৬ স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
ফোন নং : ০২৩-৬৮৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিতব্য ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উল্লিখিত তারিখে হিসাবগুলোর বিপরীতে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানানো হয়েছিল, এতদ্বারা উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে এবং উক্ত বিধির ৮ নং বিধির সাথে পঠিতব্য তার/তার উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অতঃপর উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করা হলো।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থসহ সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ এবং খরচ আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক আরোপিত হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে, ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	কাকলী রায় (ঋণগ্রহীতা) এবং তাপস রায় (সহ ঋণগ্রহীতা) ০১২৪৬৭৫১০০০০৩০৬৩, ০১২৪৬৭৫১০০০০৩০৭০, ০১২৪৬৭৫১০০০০৩০৯৪ এবং ০১২৪৬৭৫১০০০০৩০৮৭	১. ১৬.১২.২০২৫ ২. ২০.০৩.২০২৬ ৩. **৪০,৪২,৮০২ টাকা** (চল্লিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ দুই টাকা) ১১.০৯.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১০.০৯.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি, মৌজা - দুর্গাচক, থানা-দুর্গাচক, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, জেএল নং ১৩৫, প্লট নং ৬০৯ এবং ১৪১৯, খতিয়ান নং ৪২০, হোল্ডিং নং ৩৪৮/২এইচ (জি-৪), তলা ভবন, ভবনের নাম মেঘমালা, ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য়তল, সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ১১১৯ বর্গফুট এবং কার পার্কিং স্পেস ১০০ বর্গফুট।

তারিখ : ২৪.০৩.২০২৬
স্থান : দুর্গাচক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩-২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা ("ইজিএম") অনুষ্ঠিত হবে **বুধবার ২২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টায়** ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসারে এবং ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলারসমূহ এবং পরবর্তীকালে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জারিকৃত সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ মেনে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লিখিত) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এর সাথে পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩, ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী, সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ইজিএম অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানি সভার নোটিশে প্রদান করবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩ অনুযায়ী কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
২. কোম্পানির ইজিএম-এর নোটিশ, যাতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিও থাকবে, তা শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী কোম্পানির কাছে বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নিবন্ধিত আছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexinfra.com**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট যথা **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingnsdl.com**-এও পাওয়া যাবে।
৩. যেসব সদস্য ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেন এবং এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের ইজিএম নোটিশ ইলেকট্রনিকভাবে গ্রহণ করার জন্য এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে, নিচে উল্লিখিত নথিগুলির স্ক্যান করা কপি **secretarial.legal@simplexinfra.com**-এ ইমেল করে তা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
   ক. সদস্যের নাম, ঠিকানা, ফোলিও নম্বর, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র;
   খ. শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে ও পিছনে) এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি;
   গ. কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো ঠিকানার প্রমাণপত্রের (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যয়িত কপি।
৪. যে সকল সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যে সকল ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন, তাদের কাছে নিজেদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করুন।
৫. **ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :**
কোম্পানি তার সকল সদস্যকে ইজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের উপর ভোট প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এছাড়াও, যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর উপর ভোট দেননি, কোম্পানি তাদের জন্য সভা চলাকালীন ই-ভোটিং-এর সুবিধাও প্রদান করবে। ইজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে / ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি নোটিশে প্রদান করা হবে। এই বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন তথ্য সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। যে সকল সদস্য ইমেল পান না অথবা যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত নয়, তারা ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির টীকায় প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন তথ্য তৈরি করতে পারবেন। এই একই তথ্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য ব্যবহার করা যাবে।
উপরোক্ত তথ্যটি কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এটি পূর্বোক্ত এমসিএ ও সেবি সার্কুলারসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২৬

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুল বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: ভোটের বাদ্যি বাজতেই মুর্শিদাবাদে মুড়ি মুড়কির মতো বোমা উদ্ধার হতে শুরু করেছে। সোমবার সামশেরগঞ্জ, সুতি ও রেজিনগর থানার ঘোষপাড়া থেকে প্রচুর সকেট বোমা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তিন থানা থেকে প্রায় ৪০টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট পর্ব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নির্বাচনের প্রাক্কালে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় দুই জেলা পুলিশের কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, অনাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই আমাদের লক্ষ্য। তারজন্য এলাকায় এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। রাজ্য সড়ক এবং জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং করা হচ্ছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সামশেরগঞ্জ

ও সুতি থানা এলাকায় একই দিনে দুই বালতি তাজা বোমা উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকাজুড়ে। পৃথক দুটি জায়গা থেকে এক বালতি করে তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত লস্করপুর এলাকার একটি আমবাগানে সন্দেহজনক একটি বালতি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নজরে আসতেই তারা দ্রুত পুলিশকে খবর দেন। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পরে তল্লাশি চালিয়ে ওই বালতির ভেতর থেকে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ এবং বোমাগুলি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

অন্যদিকে, একই দিনে সুতি থানার মহিষাস্থলি এলাকার একটি ভুট্টা খেত থেকেও একই ধরনের একটি বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করে সুতি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে এবং এলাকা ঘিরে রাখে। একই দিনে দুই থানার এলাকায় এইভাবে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কে বা কারা এই বোমাগুলি সেখানে মজুত করে রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই দুই এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

অপরদিকে রেজিনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ছেতিয়ানী ঘোষপাড়ায় অভিযান চালিয়ে দু'টি ব্যাগ ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় ওই দুটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। যার ভিতরে প্রায় ২৫টি তাজা সকেট বোমা মজুত ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোম্ব স্কোয়াড এবং বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু চলছে।

পাশাপাশি, এই বোমাগুলি কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা চরম আতঙ্কে রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মাসারুল শেখ বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট চাই। এলাকায় কোন গন্ডগোল নেই। অকারণ দুষ্কৃতীরা আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে।'

সংখ্যালঘুদের শুধু ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে তৃণমূল: মনিরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: 'সংখ্যালঘুদের শুধু ভোটার করে রেখেছে তৃণমূল', দাবি লাভপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের। সোমবার সকালে প্রায় পাঁচ বছর পর বীরভূমের লাভপুরের নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরতেই অনুগামীদের ভিড়। দাঁড়কা অঞ্চলের প্রধান থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার যে সম্পর্ক যাত্রা শুরু করেছিলেন মনিরুল, সেই জনপ্রিয়তাই তাকে দুই দুইবারের জন্য বিধায়ক বানিয়েছিল। কিন্তু ২০২১ সালে দল তাঁকে আর টিকিট দেয়নি। তিনি তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যোগদান করেন বিজেপিতে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঘন্টা বাজতেই দলীয় প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করতেই সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের অনুকূলে আনতেই মাঠে নামলেন মনিরুল ইসলাম। বাড়ি ফিরেই তাঁর দাবি, লাভপুর বিধানসভা এলাকায় যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে, তার

আমলেই। তিনি আরো বলেন, 'লা ঘাটা সেতু , গুটিয়ার ঘাট আমার পরিকল্পনায় নতুন ভাবে গড়ে উঠেছিল।' তিনি আরো বলেন, 'তৃণমূল সংখ্যালঘুদের শুধু ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। গুজরাট, উত্তর প্রদেশ যেখ ানে বিজেপি শাসিত সরকার সেখানে সকলের সাথে সংখ্যালঘুরাও নিশ্চিন্তে ব্যবসা করছে।' লাভপুরে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার সমর্থনে সংখ্যালঘু এলাকায় ঘুরবেন বলেও জানিয়েছেন। যদিও মনিরুল ইসলামের কথাকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিনহা ওরফে রানা সিংহ। তিনি বলেন, 'ওরা আসলে ভোট পাখি, ভোট এসেছে। তাই এখন তাঁর দেখা মিলবে, ভোট শেষ হলেই হেরে আবার পালিয়ে যাবে।'

বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের

পুরশুড়ায় জমে উঠছে ভোটের লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে এবারের নির্বাচনী লড়াই ক্রমশই জমে উঠছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই এই কেন্দ্রটি বিজেপির শক্তঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই আসনকে কেন্দ্র করে দুই প্রধান দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলছে। এবারও বিজেপি তাদের অভিজ্ঞ নেতা বিমান ঘোষকেই প্রার্থী করেছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি হিসেবেও দুই দফা দায়িত্ব সামলেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও সংগঠনগত দক্ষতার উপর ভরসা রেখেই তিনি আবারও মানুষের কাছে যাচ্ছেন। প্রচারে নেমে বিমান ঘোষ বলেন, 'পুরশুড়ার উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। গত কয়েক বছরে আমরা যেসব কাজ করেছি, মানুষ তার সাক্ষী। রাস্তা, পানীয় জল, কৃষকদের বিভিন্ন সুবিধা; সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনেও এই উন্নয়নের গতি বজায় রাখ াই আমার লক্ষ্য।' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এবার এই কেন্দ্রে নতুন মুখ হিসেবে পার্থ হাজারিকে প্রার্থী করেছে। তিনি আরামবাগ ব্লকের হরিনখোলা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এলাকায় একজন জনপ্রিয় মুখ হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিনের তৃণমূল কর্মী হিসেবে তাঁর একটি নিজস্ব সংগঠনভিত্তি রয়েছে। প্রচারে পার্থ হাজারি জানান, 'আমি এই মাটির ছেলে, এখানকার মানুষের সমস্যাগুলো খুব কাছ থেকে দেখে ছি। সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। পুরশুড়ায় উন্নয়ন আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই, বিশেষ করে গ্রামীণ স্তরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, 'মানুষ পরিবর্তন চাইছে। আমরা মানুষের আস্থা নিয়ে লড়াই করছি এবং আশা করছি, মানুষ আমাদেরই সমর্থন করবে।'

সব মিলিয়ে, একদিকে অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের জোর, অন্যদিকে স্থানীয় জনপ্রিয়তা ও নতুন মুখ;এই দুইয়ের লড়াইয়ে পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্র এবার রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত কোন প্রার্থীর ওপর আস্থা রাখে পুরশুড়ার ভোটাররা।

নির্বাচনী প্রচার থেকে সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর যে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে তা আরো একবার প্রমাণ হল সোমবার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্বাচনী প্রচারে। এদিন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের কেন্দ্রা অঞ্চলের ছাতা ধাওরায় পৌঁছে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রথমে মহাদেবের পুজো এবং ছাতাধাওরা গ্রামে নির্বাচনী প্রচার করে পায়ে হেঁটে পৌঁছে যান ছাতাধাওরা মাজারে, সেখানে চাদর চাপিয়ে আগামীর ভোট যুদ্ধের জয়ী হওয়ার জন্য দোয়া আদায় করেন বলে জানান তৃণমূল প্রার্থী।

এই বিষয়ে নরেন বাবু জানান, 'আমাদের দেশ ধর্মের দেশ এবং আমিও একজন ধার্মিক পরিবারের সন্তান। তাই প্রথমেই নির্বাচনী প্রচারে এসে মন্দিরে গিয়ে শিবের অর্চনা এবং আমার অভিভাবক ও প্রিয় মানুষ বুড়ো পীর সাহেবের মাজারে চাদর চাপিয়ে আজ কেন্দ্রা অঞ্চল জুড়ে নির্বাচনী প্রচার করব।' তিনি আরো জানান, এখানকার মানুষ আমাকে ভালোবাসেন আমিও এইসব এলাকায় নিত্য যাতায়াত করি তাই নির্বাচনী প্রচারে এসে মানুষ আমাকে আপন করে টেনে নিচ্ছে তাদের কাছে।

বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তৃণমূল প্রার্থীর শক্তি প্রদর্শন খণ্ডঘোষে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। দলের দীর্ঘদিনের কর্মী, ব্লক সভাপতি এবং জেলা পরিষদের একাধিক কর্মাধ্যক্ষ নবীনচন্দ্র বাগের প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। প্রার্থী বদলের দাবিতে উত্তাল হয়েছিল খণ্ডঘোষের রাজপথ। তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্থানীয় সেই দাবিকে কার্যত গুরুত্ব না দিয়ে নবীনচন্দ্র বাগের উপরেই আস্থা বজায় রাখে। নেতৃত্বের সেই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে খণ্ডঘোষে এক বিশাল শক্তি প্রদর্শন করেন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী। প্রার্থীর কার্যালয় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত আয়োজিত এই মিছিলে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের পর থানা মোড়ে আয়োজিত হয় পথসভা। প্রার্থী নবীনচন্দ্র

বাগ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'কুর্শি কি পেটি বাঁধ লিজিয়ে, মৌসম বিগার নে ওয়ালা হ্যায়।' পড়ে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'গাছের যে ডালে বসে আছেন, সেই ডাল কাটার চেষ্টা করলে মূল সমেত উপরে যাবে।' এরপর তৃণমূল প্রার্থী জনসংযোগ সারেন এবং উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। গত কয়েক দিন ধরে দলের অভ্যন্তরে যে বিরোধিতার সুর শোনা যাচ্ছিল, এদিনের জনসমাবেশ যেন তার যোগ্য জবাব দেয় বলে মনে করা হচ্ছে।

আইএসএফ কর্মীকে কোপ, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আইএসএফ কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগে উত্তাল জামুড়িয়া। রক্তাক্ত ওই আইএসএফ কর্মীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর। অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিতদের দিকে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য আসানসোল হাসপাতালে নিয়ে নিয়ে যায় জামুড়িয়া থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়া বিধানসভার জামুড়িয়া থানার রাখ াকুরিয়া এলাকায়। আইএসএফ নেতাকর্মীরা জানান, এদিন তাঁদের একটি নির্বাচনী বৈঠক ছিল সেই বৈঠক থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিতরা এক আইএসএফ কর্মীকে রাস্তায় আটকে তাঁকে কুড়ুল দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে।

এই ঘটনা বা মারধরের সঙ্গে তৃণমূল কোনভাবেই জড়িত নয় বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিব দাসন দাশু ।

সবেমাত্র নির্বাচনের নির্ঘণ্ট বেজেছে, এখনো নমিনেশন বাকি তার আগেই রক্তাক্ত জামুড়িয়া। নির্বাচনের আগেই যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে আগেও কি নির্বাচনের দিন সুস্থ ভাবে ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা? এমনটাই প্রশ্ন উঠছে জামুড়িয়া জুড়ে।

চিনপাই গ্রামে ভোটের প্রচারে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে উন্নয়নের কথা শুনছেন সিউড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

সিউড়ি বিধানসভার গোয়ালিয়রা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রচার সারছেন সিপিআইএমের প্রার্থী শিক্ষক মতিউর রহমান।

ভোট বাজারে সাড়া ফেলছে কৃষ্ণনগরের ভট্টাচার্য দম্পতির হ্যান্ডমেড চকোলেট

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

কৃষ্ণনগরের দম্পতি দিব্যজ্যোতি ভট্টাচার্য ও দিগন্তিকা ভট্টাচার্যের হাত ধরে তৈরি রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া বিশেষ চকলেট ভোটবাজারে ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

সোনালি রঙের এই চকলেটগুলি দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনই স্বাদেও ভরপুর। তৃণমূল বিজেপি সিপিএম এবং কংগ্রেসের প্রতীকে তৈরি করা হয়েছে এই চকোলেট। যা ভোটের আবহে একেবারেই নতুন সংযোজন। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি অনলাইনেও বিক্রি হচ্ছে এই চকোলেট, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনলাইন অর্ডার আসছে। ভট্টাচার্য দম্পতির নিজস্ব উদ্যোগ 'দিস প্রোডাক্ট' এর মাধ্যমেই সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি হয় এই সব চকোলেট। এর আগেও তাঁরা বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে বিশেষ থিমের চকলেট তৈরি করেছেন। দীপাবলি, ভাইফোঁটা, রাখি বন্ধন উৎসব এবং জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে তাঁদের বানানো চকোলেট যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির দিব্যজ্যোতি ভট্টাচার্য এবং দিগন্তিকা ভট্টাচার্য স্বামী স্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই উদ্যোগ বলেই জানা গেছে। যদিও এ বিষয়ে দিব্যজ্যোতি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ভোটের মাথায় রেখেই এই বিশেষ চকলেট তৈরির ভাবনা আসে তাদের মাথায়। তাঁর কথায়, 'এটা শুধু খাওয়ার জন্য নয়, উপহার হিসেবেও খুব ভালো। অনেকেই ইতিমধ্যেই অনেক জায়গা থেকে অর্ডার করছেন উপহার দেওয়ার জন্য।' নতুনত্ব, সৃজনশীলতা এবং সময়োপযোগী ভাবনার সংমিশ্রণে এই রাজনৈতিক সিম্বলযুক্ত চকলেট এখন বাজারে আলাদা নজর কেড়েছে। ভোটের উত্তেজনার মাঝেই মিষ্টির এই অভিনব রূপ ক্রেতাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিচ্ছে। যারা কোনদিন চকোলেট মুখেও তুলে দেখেন না তাঁরাও রাজনৈতিক দলের সিম্বল যুক্ত এই চকোলেট খেয়ে দেখছেন।

জঙ্গলমহলের অরণ্যকন্যা থেকে সমাজসেবার ময়দানে বিরবাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে জঙ্গলমহলে রাজনৈতিক তৎপরতা যখন তুঙ্গে, তখন বিভিন্ন প্রার্থী ও সমাজকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। এই আবহেই উঠে আসছে এমন কিছু পরিচিত মুখ, যাঁদের পরিচয় শুধুমাত্র রাজনীতির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজসেবার মাটিতেও যাঁরা সমানভাবে সক্রিয়। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর বিধানসভা এলাকায় এক পরিচিত নাম বিরবাহা হাঁসদা। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা এই সমাজকর্মী দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। বই পড়া ও সিনেমা দেখা তার নিত্যদিনের শখ, আর প্রিয় খাবার পান্তা ভাত ও সজনে শাক; এই সরল জীবনযাপনই তাঁকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে টেনে নিয়েছে। বিরবাহা হাঁসদা শুধু সমাজকর্মী হিসেবেই নন, সাঁওতালি চলচ্চিত্র জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেও পরিচিত। তিনি একাধিকবার সাঁওতালি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হয়েছেন। জঙ্গলমহলের 'অরণ্যকন্যা' হিসেবে তাঁর খ্যাতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনীতির ময়দানেও তিনি নতুন নন। এর আগে একাধিকবার নির্বাচনী

লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর মূল শক্তি মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে যেকোনও বিপদে মানুষের পাশে ছুটে যাওয়া; এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। স্থানীয় মানুষের মতে, বিরবাহা হাঁসদা একজন মাটির মানুষ, যিনি জনপ্রতিনিধি হোক বা না হোক, সবসময় মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিনপুর বিধানসভায় তার উপস্থিতি তাই শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, এক সামাজিক শক্তির প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

মন্তেশ্বরে দু'টি নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন সিদ্দিকুল্লাহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী তাঁর নির্বাচনী কার্যকলাপের সুবিধার্থের জন্য বাজারে দুটি নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করলেন। মন্তেশ্বর থানা রোডে ও রাইগ্রাম হাটতলায় দুটি কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। মন্তেশ্বর কার্যালয় থাকছে বাঘাসন অঞ্চল, দেনুর অঞ্চল, শুশুনিয়া অঞ্চল ও মন্তেশ্বর অঞ্চল, এই চারটি অঞ্চলের নির্বাচনী কার্যালয়ে নির্বাচনী কাজ কর্ম হবে। রাইগ্রাম হাটতলা নির্বাচনী কার্যালয় শুধুমাত্র মামুদপুর এক নম্বর অঞ্চলের নির্বাচনী কাজকর্ম হবে। এছাড়াও মন্তেশ্বর বিধানসভায় মেমারি দুই নম্বর ব্লক ও মন্তেশ্বর ব্লকের আরো বেশ কয়েকটি নির্বাচনী কার্যালয় আগামী দিনে উদ্বোধন করবেন বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত ভোটের বার্তা শিল্পী স্বপন বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল গানে শান্তিপূর্ণ ভোট বার্তায় জেলায় জেলায় ঘুরছেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন, বাংলায় প্রথম দফা ২৩ এপ্রিল ও দ্বিতীয় দফায় ২৯ শে এপ্রিল। ভবানীপুর-সহ কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় ভোট প্রচার শুরু করেন। পরে হাওড়া জেলায় ভোট সচেতন করেই এবারে হুগলি জেলায় ভোট প্রচারে ছুটে এলেন। বিধানসভা নির্বাচনে হুগলি জেলার ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শেওড়া ফুলি, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, উত্তরপাড়ায় ঘুরে ঘুরে বাউল গানে শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত, সম্মানিত, আশির্বাদ ধন্য উপহারস্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল

গানে গানে বলেন, 'শান্তিপূর্ণ ভোট দাও কেউ শান্তিভঙ্গ করবেন না। নিজের ভোট নিজে দাও। নির্ভয়ে ভোট দাও। ভোট দানে কেউ পিছু হেঁটো না। কেউ ভোট নষ্ট কোরো না। একটি ভোটের মূল্য অনেক।' স্বপন দত্ত বাউল বলেন, গণতন্ত্রের উপর আস্থা ভরসা রাখুন। অবাধ পক্ষপাতহীন ভোট করতে হবে। ধর্ম, জাতি ভেদাভেদ কেউ কোরো না। সকলেই শান্তিপূর্ণ ভোটের অঙ্গীকার করো। প্রাণহানি মুক্ত ভোট করতে হবে।' স্বপন বাউল আরও বলেন, 'এর আগে আমি পঞ্চায়েত ভোট ও পৌরসভা ভোট সচেতন করেছি। এবং লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ২৩টি জেলায় ও ৪২টি লোক সভা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতন করে প্রাণহানি মুক্ত ভোট হওয়ায় আমি সফলতা পেয়েছি। এবারেও ২০২৬ বিধান সভা ভোটে রাজ্যের ২৩ টি জেলায় শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতন করতে জেলায় জেলায় বাউল গানে ঘুরছি।' নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সুদূর খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এসে, শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দিলেন সমগ্র হুগলি জেলার। শান্তির দূত হয়ে নিজের উদ্যোগেই এমন শান্তিপূর্ন ভোটের বার্তা দিতে দেখে অনেকেই বলেন স্বপন বাউলের গান, বক্তব্য সত্যিই শিক্ষণীয় বিষয়।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলল পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: পরিবেশ সুরক্ষা বার্তার সঙ্গে সংস্কৃতি চর্চার মেলবন্ধন ঘটানো কাজে দক্ষতা দেখালো পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয় শঙ্কর হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা অ্যাকাদেমির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান হয়। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত

এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে গানে, নাচে ও নাটকে পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা তুলে ধরেন। জল ও গাছ বাঁচাতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির সদস্য সচিব ডা. হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাজাতি সনদের সচিব জনাব নুরুল হুদা, অধ্যাপক ডা. জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, স্বস্তি চ্যাটার্জি, মালিনী রায়, মানসী দাস, নমিতা গোস্বামী, প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, শিখা ঘোষ ও সুমিতা দত্ত প্রমুখের মত কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীরা এখ ানে সাংস্কৃতিক চর্চায় তাদের দক্ষতা দেখান। এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন ডঃ ইলিয়া দাস মুখার্জী গ্রুপ ও রূপসা কর্মকার প্রমুখ। ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় জানান, সাধারণত প্রিয় মানুষকে মাই ডিয়ার বলা হয় কিন্তু বাঁকুড়ার এই সংস্থাটি গাছ ও বন্যদের মাই ডিয়ার বলে কাছে টেনে নিয়েছে। এই শিল্পীদের কণ্ঠ, অভিনয়, নাচ ও আন্তরিকতা গাছ ও পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারবে বলে তার আশা। অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় এই সংস্থা সারা রাজ্য জুড়ে গ্রামে শহরে গান, নাচ ও নাটকের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় বার্তা যেভাবে ছড়াচ্ছে তা নজিরবিহীন ও উদাহরণ সৃষ্টিকারী। রূপসা কর্মকার ও তাঁর নৃত্য দলের জানান, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের তাঁরা নৃত্য পরিবেশন করতে পারায় খুশি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় আবু ধাবিতে আহত এক ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: ২৩ দিন পরেও পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ থামার কোনও ইঙ্গিত নেই। সোমবার সকাল থেকেই তেহরানে ঘন ঘন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ইরানের 'ফার্স নিউজ' জানিয়েছে, তেহরানের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক শাহিদ বাবায়ির উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। তেহরানের পূর্ব দিকের শহরতলি থেকে কালো ধোঁয়া এবং আগুন বেরোতে দেখা গিয়েছে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে পশ্চিম এশিয়ার অন্য দেশগুলিতে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইরানও। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দিকে চারটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২৫টি ড্রোন ছুড়েছে তারা। ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরো লেগে আবু ধাবিতে আহত হয়েছেন এক ভারতীয় নাগরিক।

সোমবার সকালে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধকে নিশানা করেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। একটি ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করা গেলেও অপরটি জনমানবহীন জায়গায় গিয়ে পড়ে। ইরানের হামলার আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই বাহরিনে 'এয়ার সাইরেন' বাজানো শুরু হয়েছে। বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংবাদসংস্থা এএফপি ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, সকাল থেকেই সে দেশে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর চেষ্টা করছে ইরান। ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রুখতে কাজ করছে ইজরায়েলের সেনা।

হামলা ঠেকাতে ইতিমধ্যেই নিজেদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা 'এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম' সক্রিয় করেছে আমিরশাহি। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের সময় তার টুকরো লেগে আহত হন এক ভারতীয় নাগরিক। তবে তাঁর আঘাত তেমন গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরেই আবু ধাবির অল শাওয়ামেখ এলাকায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরো ভেঙে পড়ে।

টাকার দামে সর্বকালীন পতন, ১৫০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড়সড় হুঙ্কার। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের অর্থনীতিতে ধস। সোমবার বাজার খুলতেই ১৫০০ পয়েন্ট পড়ে গেল সেনসেক্স। পাশাপাশি টাকার দামেও সর্বকালীন রেকর্ড পতন। মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ৯৩.৮৩ তে নেমে গিয়েছে টাকার দাম। শুক্রবারের তুলনায় ১২ পয়সা কমে গিয়েছে ভারতীয় অর্থের মূল্য। উল্লেখ্য, রবিবারই ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, ইরানের শক্তিসম্পদের উপর হামলা করবেন। পালটা ইরান হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতিতেই হু হু করে নিম্নমুখী ভারতের বাজার।

সোমবার বাজার খুলতেই সমস্ত ভারতীয় শেয়ারের সূচক হু হু করে কমে যায়। বেশ কিছু সংস্থার শেয়ারের মূল্য ২ শতাংশেরও বেশি পড়ে যায়। সবমিলিয়ে ১৫২০.৬০ পয়েন্ট পতন হয় সেনসেক্সের সূচকে। ৪০০ পয়েন্টেরও বেশি পতন নিফটি'তে। বিশ্লেষকদের মতে, দালাল স্ট্রিটে রক্তক্ষরণের প্রধান কারণ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ। প্রায় চার সপ্তাহ ধরে চলছে যুদ্ধ। কবে এই সংঘাত থামবে, জানা নেই। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ থামানোর ইঙ্গিতও নেই। ফলে ভারতীয় বাজারের দুর্দশাও পাল্লা দিয়ে চলতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কপালে বাড়ছে চিন্তার ভাঁজ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ভারতও। টাকার দাম পড়ছে হুহু করে। সেনসেক্স এবং নিফটিও নিম্নমুখী। গত ৪ মার্চ প্রথমবার মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ধাক্কায় টাকার দাম ৭০ পয়সা বেড়ে ৯২-এর গণ্ডি ছাপিয়ে যায়। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে আবারও পতনের নিরিখে নতুন নজির গড়ে ভারতীয় টাকা। ডলারের মূল্য প্রথমবার ৯৩ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে যায় শুক্রবার, সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে। এবার সেই রেকর্ডও প্রায় ভাঙার পথে ভারতীয় মুদ্রা। সোমবার রেকর্ড পতনের পর ডলারের নিরিখে টাকার মূল্য আপাতত ৯৩.৮৩।

হরমুজ প্রণালীতে কোনওরকম অবরোধ সইবে না মস্কো

মস্কো, ২৩ মার্চ: হরমুজ প্রণালী ফের সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করার হুমকি দিয়েছে ইরান। তবে এই সিদ্ধান্ত আর সমর্থন করছে না রাশিয়া। মস্কো জানিয়ে দিয়েছে, তারা হরমুজ প্রণালীতে যে কোনও ধরনের অবরোধের বিরুদ্ধে। তবে সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই এই বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছে তারা।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ইতিমধ্যে চতুর্থ সপ্তাহে পড়ে গিয়েছে। সংঘর্ষ শুরুর পর থেকেই আন্তর্জাতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীকে দৃশ্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার পরে কিছু ভারতীয় জাহাজকে নিরাপদে হরমুজ প্রণালী পার করতে দিয়েছে ইরান। চিন, পাকিস্তান, তুরস্ক, জাপানের জাহাজকে হরমুজ প্রণালী পার করার 'ছাড়পত্র' দিয়েছে ইরান। দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স এবং ইতালিও ইরানের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে।

সম্প্রতি ভারত-সহ কিছু দেশের জাহাজকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করতে দিয়েছে ইরান। তবে রবিবারই ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, তারা আবার হরমুজকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেবে। আমেরিকা ইরানের হামলার হুমকি দেওয়ার পরই এই হুঁশিয়ারি দেয় তেহরান। তবে তেহরানের এই সিদ্ধান্তে সমর্থন নেই রাশিয়ার। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর থেকে ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া। মার্কিন এবং ইজরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে তারা। তবে ইরানের সেই 'বন্ধু' দেশ এ বার জানিয়ে দিল, জলপথ অবরোধকে তারা কোনও ভাবেই সমর্থন করছে না। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মস্কোর এই অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'পলিটিকো' সম্প্রতি দাবি করে, আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতার পথে যেতে চাইছে রাশিয়া। আমেরিকা যদি ইউক্রেনকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেয়, তবে রাশিয়াও ইরানের পাশ থেকে সরে দাঁড়াবে। মস্কো থেকে এমনটাই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয় ওই রিপোর্টে। একই সঙ্গে এ-ও বলা হয়, আমেরিকা সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। যদিও রাশিয়ার দাবি, এমন কোনও প্রস্তাবই দেওয়া হয়নি আমেরিকাকে।

গুপ্তচরবৃত্তি, জঙ্গিযোগে গ্রেপ্তার বায়ুসেনার কর্মী

জয়পুর, ২৩ মার্চ: প্রতিরক্ষা দপ্তরের গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ বায়ুসেনারই এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ওই যুবকের নাম সুমিত কুমার। রবিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে রাজস্থানের গোয়েন্দা বিভাগ। অভিযোগ, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে গোপন সামরিক তথ্য পাচার করেছেন ওই বায়ুসেনা কর্মী।

তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়ুসেনার অন্দরে গুপ্তচরের খবর পেয়ে গোপন অভিযানে নামে রাজস্থানের গোয়েন্দা বিভাগ ও এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স। এরপর সন্দেহভাজন যুবকের কীর্তিকলাপের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর গ্রেপ্তার করা হয় সুমিতকে। বর্তমানে তাঁকে আটক করে জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার সূত্রপাত চলতি

বছরের জানুয়ারি মাসে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে আটক করা হয়েছিল রাজস্থানের এক যুবককে। ঝাবারা রাম নামের সন্দেহভাজন ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্তকারীরা জানতে পারেন বায়ুসেনার অন্দরে রয়েছে পাকিস্তানের এক গুপ্তচর। সেইমতো তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের বাসিন্দা ৩৬ বছরের সুমিতকে। জানা গিয়েছে, তিনি অসমের ডিব্রুগড়ে এয়ারফোর্স স্টেশনে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলে। সেনায় কাজের সুবাধে নানা সামরিক গোপন তথ্য তার কাছে থাকত। সেই সব তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠীর কাছে পাঠাতেন ওই যুবক।

তদন্তকারীদের দাবি অনুযায়ী, ২০২৩ সাল থেকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সুমিতের। টাকার বিনিময়ে সেনার গোপন তথ্য তিনি পাঠাতেন পাকিস্তানে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ইতিমধ্যেই অসমের চাবুয়া ও রাজস্থানের বিকানেরের নাল এয়ারফোর্সের গোপন তথ্য যার মধ্যে যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্রের অবস্থান, সব পাকিস্তানে পাঠিয়েছেন তিনি। গত ২২ মার্চ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে জয়পুর পুলিশের তরফে।

বাজারে এল অলটোস কম্পিউটিংয়ের নতুন এআই সার্ভার

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: এসার গ্রুপ অফ কোম্পানির অলটোস কম্পিউটিং লিমিটেড সোমবার বাজারে আনল 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র এআই সার্ভার পোর্টফোলিও। এর মাধ্যমে ভারতের এআই এবং ডাটা সেন্টার ইকোসিস্টেম আরও শক্তিশালী হবে। এদিন নয়াদিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সার্ভার পোর্টফোলিওর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির জয়েন্ট সেক্রেটারি সুশীল পাল, এসার ইন্ডিয়ার চিফ বিসনেস অফিসার সুধীর গোয়েল, এনভিআইডিআইএ-র এশিয়া-সাউথের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশাল ধুপার, গ্লোবাল অ্যাকাউন্টস এসওএম অ্যান্ড হাইপারস্ক্যালার্সভি পিপি সুনীল, অলটোস কম্পিউটিংয়ের সিইও জ্যাকি লি এবং অলটোস ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর প্রিয়া কৃষ্ণামূর্তি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, পার্টনার ও শেয়ারহোল্ডাররা।

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 09 OF 2025-2026 for the work of-

1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(five) locations of Khargram Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 6(six) locations of Hariharpara Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

3. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 7(seven) locations of Nowda Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

4. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(five) locations of Bharatpur Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

5. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 6(six) locations of Beldanga Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

6. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 18(eighteen) locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

7. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(five) locations of Burwan Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

8. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(five) locations of Salar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

9. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 8(eight) locations of Kandi Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

10. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 10(ten) locations of Nabagram Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 09 OF 2025-2026

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.

Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **27/03/2026 upto 01.00 PM**. Last date and time of issuance of Quotation documents on **27/03/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **27/03/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **27/03/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D

ময়দান

হর্ষিতের বদলি হিসাবে কেকেআরে সুযোগ বিদর্ভের পেসার সৌরভের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল শুরুর আগেই চোটের ধাক্কায় বিপাকে কলকাতা নাইট রাইডার্স। একের পর এক পেসার ছিটকে যাওয়ায় দল গঠনের পরিকল্পনাতেই বড়সড় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে ম্যানেজমেন্ট। ইতিমধ্যেই দলে নেই মুস্তাফিজুর রহমান। তার পরপরই চোটের কারণে বাইরে চলে যান হর্ষিত রানা। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বাংলার জোরে বোলার আকাশ দীপও ছিটকে যান প্রতিযোগিতা থেকে।

এই অবস্থায় দ্রুত বিকল্প খুঁজতে নেমে পড়ে নাইট শিবির। মুস্তাফিজুরের জায়গা পূরণ করতে তারা জিম্বাবুয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানিকে দলে নেয়। আর এবার আকাশ দীপের পরিবর্ত হিসেবেও নতুন মুখ যুক্ত হল দলে। বিদর্ভের বাঁহাতি পেসার সৌরভ দুবেকে দলে নিচ্ছে কেকেআর। ইতিমধ্যেই ২৮ বছর বয়সী এই বোলার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছেন।

আকাশ দীপ ও হর্ষিত রানার অনুপস্থিতিতে দেশীয় পেস আক্রমণে বড় শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। সেই জায়গা পূরণ করতেই দুবের অন্তর্ভুক্তি বলে মনে করা হচ্ছে। বাঁহাতি পেসার হিসেবে তিনি আলাদা মাত্রা যোগ করতে পারেন বোলিং বিভাগে। বিশেষ করে নতুন বলে সুইং এবং অতিরিক্ত বাউন্স আদায় করার ক্ষমতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।

সৌরভ দুবের আইপিএল যাত্রা নতুন নয়। ২০২২ সালের নিলামে তাকে ২০ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। যদিও সে সময় প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি তিনি। তবে এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। কেকেআরের বর্তমান সংকটে তার সামনে বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত মিনি নিলামে দুবের বেস প্রাইস ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। কিন্তু কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি তাকে দলে নেয়নি। অবিক্রীত থাকার পরও এবার হঠাৎ করেই সুযোগ চলে এল তার সামনে। আকাশ দীপের পরিবর্ত হিসেবে কেকেআরে যোগ দিয়ে তিনি এখন নিজের দক্ষতা দেখানোর অপেক্ষায়। প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন। তার মতে, সৌরভ অত্যন্ত প্রতিভাবান বোলার এবং বয়স কম থাকায় উন্নতির সুযোগও প্রচুর। ২০১৯ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের তত্ত্বাবধানে ভারত 'এ' দলের সঙ্গে বিদেশ সফরে গিয়ে তিনি নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। একই বছরে এমার্জিং এশিয়া কাপে নেপালের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে নজর কাড়েন। সেই ম্যাচে ২৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন তিনি এবং ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও তার পারফরম্যান্স মোটামুটি স্থিতিশীল। এখনও পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলে ১৬টি উইকেট নিয়েছেন। যদিও অভিজ্ঞতা কম, তবুও প্রতিভা ও সম্ভাবনার দিক থেকে তিনি নজর কাড়ার মতো।

যুবভারতীতে লাল-হলুদ ঝড়

মহামেডানকে সাত গোল ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারের ব্যস্ত দিনে যুবভারতীতে ডার্বি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এফসি ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একপেশে ম্যাচে ৬-০ গোলে মহামেডানকে হারাল অস্কারের ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার আলি ও ইউসেফ এজ্জেজ্জারির জোড়া গোল, একটি করে গোল করেন সউল ক্রেস্পো ও পিভি বিষ্ণু। লিগ টেবিলে সাদা কালো ব্রিগেডের অবস্থান দেখলে এই ফলাফলই প্রত্যাশিত ছিল। তবে শেষ কয়েকটি ম্যাচে মেহরাজুদ্দিন ওয়াডুর ছেলেরা লড়াই দেখিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের তৎকালীন পয়েন্ট হারানো দেখে আশা জেগেছিল মহামেডান সমর্থকদের মনেও। তবে সেই আশায় জল ঢেলে দিলেন মহামেডান ফুটবলাররা। ম্যাচে তিনটি পেনাল্টি পেল ইস্টবেঙ্গল।

গত কয়েকদিনের অনুশীলন দেখে মনে হয়েছিল জোড়া স্ট্রাইকারে নামবেন অস্কার। তবে গত ম্যাচের একাদশ অপরিবর্তিত রেখেছিলেন লাল-হলুদ কোচ। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। ইউসেফ, এডমুন্ডরা বক্সের ভিতর জটলার মাঝে শট নেওয়ার চেষ্টা করেন, কোনওক্রমে বাঁচিয়ে দেন মহামেডানের ডিফেন্ডাররা। ১ মিনিটে অফসাইডের পতাকা তুলেও রেফারি কর্নারের নির্দেশ দেন। যদিও ইউসেফের শট বাঁচিয়ে দিলেন মহামেডান স্পোর্টিং গোলকিপার পদম ছেত্রী। ৬ মিনিটেই এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার আলির শট তেমন জোড়ালো ছিল না, তবে পদম ছেত্রীর ভুলে বল জালে জড়িয়ে গেল। ৯ মিনিটে মিগুয়েলের কর্নার থেকে আনোয়ারের হেড পদম ছেত্রী বাঁচিয়ে দেন।

১৩ মিনিটেই বড় ভুল করে বসলেন মহামেডানের ডিফেন্ডার সাজ্জাদ হোসেন পেয়ারে। বক্সের ভিতর মিগুয়েলকে ফাউল করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করেন ইউসেফ। এরপর মুহুর্মুহু আক্রমণ চালিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। জিকসনের থ্রু পেয়ে বাঁদিক থেকে পিভি বিষ্ণু বল নিয়ে এগিয়ে সুন্দর পাস দিলেন ইউসেফকে। মাঠের বাইরে শট নিলেন ইউসেফ। ২৪ মিনিটে সলের কর্নার থেকে বল পেয়ে আবারও আনোয়ার হেডের চেষ্টা করেন। সেখান থেকে বল পেয়ে ইউসেফ শট নেন। তবে পোস্টের উপর দিয়ে বল মাঠের বাইরে চলে যায়। ২৯ মিনিটে ফারদিন আলি মোল্লাকে ফাউল করেন মিগুয়েল। ফ্রি-কিক থেকে ফারদিন শট নিলেও বল চলে গেল গিলের হাতে। ৩৭ মিনিটে জোসেফ ফাউল করেন ইস্টবেঙ্গল উইঙ্গার এডমুন্ডকে, লাল কার্ড দেখা। (দ্বিতীয় হলুদ) রেফারি। ৩৩ মিনিটে মিগুয়েলকে ফাউল করে জোসেফ প্রথম হলুদ কার্ড দেখেছিলেন। ১০ জনে খেলে আরও বেসামাল মহামেডান। সল ক্রেস্পোর পেনাল্টিতে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। জোসেফ বাইরে যাওয়ায়, টাংভা রঘুইয়ের জায়গায় ডিফেন্সের জোড় বাড়াতে জুয়েল আহমেদ মজুমদারকে নামান কোচ মেহরাজ। দ্বিতীয়ার্ধে এডমুন্ডের জায়গায় নাওরেম মহেশকে নামান অস্কার। ৫৫ মিনিটে গোলকিপার পদম ছেত্রী বক্সের ভিতর এগিয়ে এসে মিগুয়েলকে ফাউল করলে রেফারির আবারও পেনাল্টির নির্দেশ। পেনাল্টি থেকে ইউসেফ এজ্জেজ্জারি গোলে ৪-০ এগিয়ে গেল মশাল বাহিনী। হীরা মন্ডলের চোট থাকায় ৭০ মিনিটে নামলেন তিনি। শেষের দিকে মহেশকে বসিয়ে নন্ধকুমারকে নামান অস্কার। স্ট্রেপোকে তুলে সৌভিক চক্রবর্তী, ইউসেফের জায়গায় ডেভিড লালহানসাঙ্গা নামেন। ৬৬ মিনিটে মহেশের জোড়ালো শট গোলকিপার পদম ছেত্রী বাঁচিয়ে দেন। খানিক পরেই মহীতোষের ফ্রি কিক থেকে জুয়েলের হেড। গোল করার ভালো সুযোগ ছিল মহামেডানের। বক্সে আবারও আক্রমণের ঝড় তুলছে ইস্টবেঙ্গল। ৫-০ হল না একটুর জন্য। আনোয়ারের ক্রস থেকে ডেভিড লালহানসাঙ্গার শট পোস্টের গা ঘেঁষে বাইরে চলে গেল। ৭৫ মিনিটে বিষ্ণুর গোলে ৫-০ এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েলের জায়গায় অ্যান্টনকে নামিয়ে দেখে নিলেন অস্কার। এরপর মহেশের কর্নার থেকে জিকসন, সেখান থেকে আনোয়ারের শটে গোল। ৬-০ করল ইস্টবেঙ্গল। অতিরিক্ত সময়ে নন্ধকুমারের গোলে মহামেডানের বিরুদ্ধে ৭-০ গোলে জয়ী ইস্টবেঙ্গল।

offline Short Sealed BID-07 of 2025-26 of EE, P.W.D., BD-II for (1) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Domkal PS (phase-III), 8 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (2) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Daulatabad PS (phase-III), 3 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (3) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Raninagar PS (phase-III), 5 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.(4) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Lalgola PS(phase-III) 5 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.(5) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Murshidabad PS(phase-III), 7 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.(6) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Bhagwangola PS(phase-III), 5 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-11, P.W.D.(7) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Ranitala PS(phase-III), 4 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.(8) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Islampur PS (phase-III) 4 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-11, P.W.D.(9)Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Sagarpara PS (phase-III) 4 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.(10) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Jiaganj PS (phase-III), 5 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D from contractor having credential of doing such type work in any Govt Organization. Date of Publication of BID:- 23.03.2026.

Last date and time of application for quotation documents:- 24.03.2026 Upto 4:00 p.m.

Last Date and time of issuance of Quotation documents:-24.03.2026 upto 5.00 pm.

Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope:- 25.03.2026 Upto 4:30 p.m.

Opening of the Quotations:- 25.03.2026 upto 5.00 PM.

The details can be obtained from the website http://www.wbpwd.gov.in and office notice board.

Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

স্বস্তিতে নেই রাজগঞ্জের অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বপ্না

শুভাশিস বিশ্বাস

রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে। আর তাতেই বেজায় চটেছেন রাজগঞ্জ বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায় টিকিট না-পেয়ে ক্ষোভে আগেই তিনি জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়ে বসেন। এবার সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণাও করে বসেন খগেশ্বর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, তৃণমূল সংগঠন তৈরি থেকে উত্তরবঙ্গে যে কয়েক জন নেতা মমতার রাজনৈতিক সঙ্গী হয়েছেন, খগেশ্বর তাঁদের অন্যতম। ২০০৯ সালের উপনির্বাচনে প্রথম জয়লাভ করেন। তারপর ২০১১ সাল ২০২১ সাল পর্যন্ত টানা রাজগঞ্জ থেকে জিতে আসছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী যখন কংগ্রেস ছেড়ে দল গঠন করেন, সেই সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমি। নিশ্চয়ই এমন কোনও নেতা এমন টাকা দিয়েছে যে, সে জন্য আমার নাম বাদ পড়ল। যিনি কোনও দিন তৃণমূল দলটাই করলেন না, তিনি আমার বিধানসভায় প্রার্থী!' এখানেই শেষ নয়, বিদায়ী বিধায়ক আরও বলেন, 'আমার প্রতি যে অবিচার হল তার মাসুল দিতেই হবে শাসকদলকে।' তবে এরপরই ফোন যায় স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই ফোনের পরই বরফ গলে। নিজের প্রতিবাদী অবস্থান থেকে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যান খগেশ্বর।

এদিকে রাজগঞ্জের রাজনৈতিক পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৯ সালের উপনির্বাচনে জিতে প্রথমবার রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে বিধায়ক হয়ে বিধানসভায় গিয়েছিলেন তিনি এরপর ২০১১ সালের পালাবদলের সময় থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে ভোটে লড়ে জিতেছেন খগেশ্বর রায় ২০১১ সালে খগেশ্বর রায় মোট ৭৪ হাজার ৫৪৬ ভোট পেয়েছিলেন তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল ৭ হাজার ২০ ভোট। এরপর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খগেশ্বর রায় পেয়েছিলেন ৮৯ হাজার ৭৮৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিপক্ষ বিজেপির সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল পেয়েছিলেন ৭৫ হাজার ১০৮ ভোট তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল ১৪ হাজার ৬৭৭ ভোট। আর ২০২১ সালে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৬৪১ ভোট পেয়েছিলেন খগেশ্বর। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী সুপেন রায় পেয়েছিলেন ৮৮ হাজারা ৮৬৮ ভোট। খগেশ্বর রায় ১৫ হাজার ৭৭৩ ভোটে জয়ী হন।

যে রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে প্রথম প্রার্থী হতে চলেছেন স্বপ্না সেটি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি। হিমালয়ের পাদদেশে উর্বর তরাই অঞ্চলে অবস্থিত এই রাজগঞ্জ। তিস্তা, জলঢাকা, করতোয়া, ডায়ানা এবং নেওরার মতো নদী দ্বারা সৃষ্ট মৃদু ঢালু পলি সমভূমি এবং ঢেউখেলানো ভূখণ্ডের মিশ্রণ এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, যা ছোট ছোট স্রোতধারায় পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলে প্রধানত ধান ও পাটের ব্যাপক কৃষিকাজ হয় এবং উত্তরাঞ্চলে চা চাষও হয়ে থাকে। বর্ষাকালে এই অঞ্চলের শাখাস্রোতী নদী এবং পূর্ণ জলপ্রবাহের কারণে বন্যা একটি নিয়মিত সমস্যা। স্থানীয় অর্থনীতি মূলত কৃষি, চা বাগান, বনজ পণ্য এবং ছোট ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ও প্রধান সড়ক, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, যদিও প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। জেলা সদর জলপাইগুড়ি শহর থেকে রাজগঞ্জ প্রায় ১৬ কিমি দূরে অবস্থিত। উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক কেন্দ্র শিলিগুড়ি ৪৪ কিমি দূরে, আর কোচবিহার শহর প্রায় ৭০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা প্রায় ৫২৬ কিমি দূরে। উত্তরে ভুটান ও নেপালের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে; নিকটতম নেপালি প্রবেশপথ প্রায় ১২০ কিমি দূরে, আর ভুটানের ফুয়েনশোলিং প্রায় ১৩৫ কিমি দূরে। বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় ৫৮ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, যেখানে হলদিবাড়ি বা মেখলিগঞ্জ হয়ে পৌঁছানো যায়।

জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত রাজগঞ্জ তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত এবং এটি জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি। এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজগঞ্জ সম্প্রদায় উন্নয়ন ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জলপাইগুড়ি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজগঞ্জে ১৫টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ২০০৯ সালে একটি উপনির্বাচনও ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা সাতবার এই আসনে জয়লাভ করে। এই সময় বামদুর্গ বলেই বঙ্গ রাজনীতিতে পরিচিত ছিল এই রাজগঞ্জ বিধানসভা। অন্যদিকে কংগ্রেস দল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত টানা তিনটি নির্বাচনে জয়ী হয়। তবে ২০০৯ সালের উপনির্বাচন থেকে শুরু করে টানা চারবার জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিআই(এম)-এর জয়ের ধারা ভেঙে দেয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সিপিআই(এম)-এর ক্ষমতাসীন বিধায়ক মহেন্দ্র কুমার রায় লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর এই উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের খগেশ্বর রায় টানা চারবার এই আসনটি ধরে রাখেন। শুধু আসন ধরে রাখাই নয়, ২০১১ সালে তিনি সিপিআই(এম)-এর অমূল্য চন্দ্র রায়কে ৭,০২০ ভোটে পরাজিত করেন এবং ২০১৬ সালে সিপিআই(এম)-এর সত্যেন্দ্র নাথ মণ্ডলকে ১৪, ৬৭৭ ভোটে হারিয়ে তাঁর জয়ের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তবে ২০২১ সালে রাজগঞ্জের রাজনীতিতে আসে পরিবর্তন। সিপিআই(এম)-এর ভোটের ব্যাপক পতন ঘটে এবং দলটি মাত্র ৫.৬২ শতাংশ ভোট পেয়ে অনেক পিছিয়ে চলে যায় তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে তৃণমূলের ৪৮.৫০ শতাংশ ভোটের বিপরীতে ৪১.১৯ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০২১ সালে খগেশ্বর রায়ের জয়ের ব্যবধান ছিল ১৫, ৭৭৩ ভোট। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনেও এই একই ধরনের প্রবণতা নজরে এসেছে। ২০১৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনে ৪,৩২০ ভোটে পিছিয়ে থেকে বিজেপি তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সিপিআই(এম)-এর জায়গা দখল করে। ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির চেয়ে তাদের ব্যবধান ছিল ৭,৪৮০ ভোটের।

এদিকে জনসংখ্যার বিচার ২০২৪ সালে রাজগঞ্জে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৫৫, ৬৫৩ জন, যা ২০২১ সালের ২,৪৪,১৬৩ জন এবং ২০১৯ সালের ২,৩৩,৫৪৭ জনের চেয়ে বেশি। তফসিলি জাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫১.০৩ শতাংশ), তফসিলি উপজাতিরা ৮.৪৬ শতাংশ এবং মুসলিমরা ২০.৮০ শতাংশ। রাজগঞ্জ মূলত একটি গ্রামীণ এলাকা, যেখানে ৮১.১৪ শতাংশ গ্রামীণ ভোটার এবং ১৮.৮৬ শতাংশ শহুরে ভোটার রয়েছেন। এই নির্বাচনী এলাকাটি শক্তিশালী ভোটার অংশগ্রহণের জন্য পরিচিত, যেখানে ২০১৬ সালে ভোটদানের হার সর্বোচ্চ ৯০.০১ শতাংশে পৌঁছেছিল এবং ২০২৪ সালে তা সর্বনিম্ন ৮৬.৭৬ শতাংশে নেমে এসেছিল। ২০২১ সালে ভোটদানের হার ছিল ৮৯.১৩ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৮৮.৬৭ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৮৯.৫৯ শতাংশ।

অর্থাত, তিনটি বিধানসভা ও তিনটি লোকসভা নির্বাচনসহ বিগত ছয়টি নির্বাচনের সবকটিতেই এগিয়ে থাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সুস্পষ্ট ফেভারিট হিসেবেই লড়তে যাচ্ছে। তবে, বিজেপি যেহেতু ক্রমাগত ব্যবধান কমিয়ে আনছে এবং এখন জয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে, তাই তৃণমূল কংগ্রেসের আত্মতুষ্টিতে ভুগলে বড় বিপদ হতে পারে শাসকদলের, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ, বিজেপি যদি তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ভোটারদের সমর্থন আদায় করতে পারে এবং সরকারবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাতে পারে, তবে অঘটন ঘটা অসম্ভব কিছুই নয়।

এমনই এক প্রেক্ষিতে ২০১১ সাল ২০২১ সাল পর্যন্ত টানা রাজগঞ্জ থেকে জিতে আসা প্রার্থীকে সরিয়ে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত স্বপ্না বর্মণকে প্রার্থী করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর এমন এক ঘটনায় খগেশ্বর রায়ের অভিযোগের তির সরাসরি প্রতীক জৈন-এর সংস্থা আইপ্যাক-এর দিকে। তাঁর দাবি, 'আইপ্যাক টাকা খেয়ে আমার নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে।' রাজগঞ্জের নতুন প্রার্থী, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণকেও একহাত নেন তিনি। খগেশ্বরের মতে, 'স্বপ্নাকে রাজগঞ্জের কেউ চেনে না। দু-একজন ছাড়া তাঁর নামও কেউ শোনেনি। এই কেন্দ্রে স্বপ্নার হার নিশ্চিত।' এখানেই শেষ নয়, একেবারে হুমকির সুরেই খগেশ্বর বলেন, 'আর একদিন দেখব। আমাকে দল প্রার্থী করবে না, এটা ভাবতেই পারছি না। একবার জানানোর প্রয়োজন মনে করল না কেউ। দল আমাদের সঙ্গে যে কাজটা করল, এর শেষ দেখে ছাড়ব। দল যদি প্রার্থী না-করে, তাহলে দলকে উচিত শিক্ষা দেব এই রাজগঞ্জের মাটিতে।' তিনি আরও দাবি করেন যে, দলের পক্ষ থেকে টিকিট পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল বলেই তিনি নির্বাচনী প্রচারে ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলেছেন।

পাশাপাশি, দলের ভিতরেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে খগেশ্বর এও বলেন, 'আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে অনেকের সুবিধা হবে। সেই কারণেই আমাকে সরানো হল।' তাঁর এক ঘনিষ্ঠের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছেন খগেশ্বরদা থেকে কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু রাজগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী নাম 'স্বপ্না বর্মণ' বলতেই সব উৎসাহ যেন এক লহমায় মাটি হয়ে যায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় টিভি ' এরপর অনুগামীদের নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে বসেই জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূলের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন খগেশ্বর। কিছুক্ষণ বাদে জেলার চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দেন।

এর রেশ ধরে খগেশ্বর এও দাবি করেন,তাঁর মান ভাঙাতে কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন ও অর্ঘ্য রায়প্রধানরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এদের অনেকেই দল ছাড়তে চেয়েছেন। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ির জেলাশাসককে দিয়ে তাঁকে ফোন করিয়ে শান্ত থাকার অনুরোধ জানান বলেও দাবি করেন এই বিক্ষুব্ধ নেতা। এদিকে এই ঘটনায় বিপাকে পড়েন প্রথমবার ভোটের টিকিট পাওয়া স্বপ্না বর্মন। এতো কিছুতেও চিড়ে না ভেজায় বৃহস্পতিবার স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন যেতেই একেবারে ১৮০ ডিগ্রি অবস্থান বদল করেন খগেশ্বর। যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি এশিয়াডে হেপ্টাথেলনে সোনাজয়ী অ্যাথলিট।

এদিকে একদা বামেদের দুর্গ বলে পরিচিত রাজগঞ্জে হাত গুটিয়ে বসে নেই বামেরাও। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে চান। আর সেই কারণেই খগেশ্বর ইস্যুতে জোড়াফুল শিবির যখন ব্যতিব্যস্ত তখনই রাজগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী ভাঙ্গামালি ছোট চা বাগানের শ্রমিকদের মাঝে ও খুনিয়া হাটের ব্যবসায়ী ও হাটে আসা মানুষদের মধ্যে প্রচার সারতে দেখা যায় রাজগঞ্জের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী খরেন্দ্র নাথ রায়কে। এই প্রচারে তাঁর পাশে দেখা যায় মহিলা নেত্রী রিনা সরকার, সিপিআই(এম) নেতা মুক্তাল হোসেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক রতন রায়, রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক ও জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ মহেন্দ্র কুমার রায় সহ সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থকদের। জনসংযোগ সারতে কথা বলেন এলাকার চা শ্রমিকদের সঙ্গে। কথা হয় তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে। এর পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, আলু চাষিদের থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে আলু কেনার। তিনি চা শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেন। পাশাপাশি তুলে ধরেন, বর্তমান তৃণমূল সরকারের সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালনের কথাও। সোচ্চার হতে দেখা যায় এসআইআর প্রসঙ্গেও। ভোটাধিকার রক্ষায় লড়াই জোরালো করার আহ্বানও জানাতে দেখা যায় তাঁকে। পাশাপাশি প্রার্থীকে কাছে পেয়ে এদিন এলাকার মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পাশে থাকার বার্তাও দেন।

তবে রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়কের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শাসকদলের কাছে এক আলাদা বার্তা যে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। খগেশ্বর রায় হয়তো তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায় আপাত ভাবে তাঁর অবস্থান বদলেছেন ঠিকই তবে আদতে তাঁর মনে কী চলছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। আর এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে শাসকদলের অন্দরে যে লড়াই চলছে তাতে রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড পাবেন বিরোধী দলের প্রার্থীরা তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারও।

রাজগঞ্জ

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেষ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
খগেশ্বর রায়	তৃণমূল কংগ্রেস	১,০৪,৬৪১	৪৮.৫০ %
সুপেন রায়	বিজেপি	৮৮,৮৬৮	৪১.১৯ %
রতন কুমার রায়	সিপিএম	১২,১০৮	৫.৬২ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	৩,১৭৫	১.৪৮ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেষ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
রাজগঞ্জ	২,৪৬,৪৮১	২,২৭,৩২৮	২,২২,০১৬

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারের ফাঁকে ব্যাট হাতে ধরলেন কাশীপুর বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রীতেশ তিওয়ারি ।

প্রচারে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুহিদাস মাহাতো।

প্রচারে বরানগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ।

প্রচারে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

কাশীপুর বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অতীন ঘোষ নির্বাচনের প্রচার করছেন বিবি বাজারে।

কালীঘাট মন্দিরে মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনায় বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।